আলো-আঁধারি

আলো-আঁধারি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

২৫।২ মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৪৩

মূল্য দেড় টাকা

পরম পূজনীয় পিতৃদেবের শ্রীচরণে-

বিভিন্ন বয়সে ও বিভিন্ন অবস্থায় রচিত আমার এই কবিতাগুলিকে এই গ্রন্থে এলোমেলোভাবে সাজানো হইয়াছে। কয়েকটি অত্যন্ত কাঁচা-হাতের লেখা; বিশেষ করিয়া স্বপ্ন-জাগরণ কবিতাটি ছন্দের দিক দিয়া একেবারে হাস্যকর। তথাপি ওইটিই আমার ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত কবিতা বলিয়া উহাকে পুনর্মুদ্রণের মর্য্যাদা দিলাম।

সূচী

বিবেকানন্দ	১	অসহায়	৪৩
আলো-আঁধারি	৭	যুগান্তর	৪৬
প্রত্যুষ	৮	মোহ-মুদ্গর	৪৭
স্বপ্ন-সহচরী	১০	গড়ের মাঠে শুয়ে	৫০
রসাভাস	১৬	জড়	৫২
ফল্গু	১৮	ধাঁধা	৫৬
সত্য-মিথ্যা	২০	জাঁতা	৫৭
নভোবিলাস	২২	দিনান্তে	৫৮
মায়া-গোধূলি	২৪	অগ্নিদূত	৬০
দুর্যোগ	২৬	ব্যর্থতা	৬৪
আমি	২৭	স্বপ্নভঙ্গ	৬৮
তারপাশঃ	২৮	আহ্বান	৭০
কান্নাহাসি	৩০	মৃত্যু-মাধুরী	৭৩
নীড় ও দূর	৩৩	জন্মাষ্টমী	৭৬
‘আয় ফিরে, ফিরে আয় নন্দা।’	৩৫	ভুল	৭৯
রুদ্র-প্রশস্তি	৪০		

অন্নপূর্ণা জাগো	৮৩	নিদালি	১১২
পুতুলের বিয়ে	৮৫	নির্ঝরিণী	১১৬
হরগৌরী	৮৮	নিয়তি	১১৮
রেণু	৯২	ছবি	১২০
স্বপ্ন-জাগরণ	৯৬	পরশমণি	১২২
স্মরণ	৯৯	বর্ষার চিঠি	১২৬
তুমি	১০১	বর্ষা-বিরহ	১৩০
জাগরণী	১০২	অকথিত	১৩৩
ভ্রান্তি	১০৬	বিচিত্রা	১৩৬
দিনের শেষে	১১০	বর্ষায়	১৩৭

বিবেকানন্দ

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।
ছিন্ন কাঁথা জীর্ণ চীর, স্পর্শে তব ভস্ম হোক,
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার।
হে সূর্য্য, প্রণাম লহ মোর—
তিমিরবিদারী তব দীপ্ত খর করাঘাতে
ছিন্নভিন্ন হোক মায়া-ডোর।

বঙ্গভূমে স্বর্ণবহ্নি ধরি' মানুষের দেহ,
জন্ম নিল মানবীর ক্রোড়ে,
আগুনে লালন করে, ধন্য সেই মাতৃস্নেহ,
দিগন্তবিসর্পী শিখা ওড়ে।
ওড়ে আর পুঞ্জীভূত জঞ্জালেরে ক'রে ছাই,
ভস্মে কালো হ'ল গৃহাঙ্গন;
জননী সভয়ে চাহে, কোলের সন্তান নাই,
অগ্নিশিখা স্পর্শিল গগন।
সে আগুন নাম নিল, বিবেক-আনন্দ নাম,
রামকৃষ্ণে অগ্নি করে নতি,
কোলে টানি শিষ্যে, গুরু কহিলেন, বুঝিলাম—
শিব, শিব, পতিতের গতি।

গুরুশিষ্যে কি ঘটিল ইতিহাসে নাহি লেখা,
গুরু রাখিলেন দেহ তাঁর—
দণ্ডধারী বহ্নিশিখা পথে বাহিরান একা,
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।
ছিন্ন কাঁথা জীর্ণ চির, স্পর্শে তব ভস্ম হোক,
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার।
হে সূর্য্য, প্রণাম লহ মোর—
তিমিরবিদারী তব দীপ্ত খর করাঘাতে
ছিন্নভিন্ন হোক মায়া-ডোর।

সন্ন্যাসী ভ্রমেন একা হিমাচল পাদমূলে.
হাতে দণ্ড, মুণ্ডিত মস্তক,
বিজন পার্ব্বত্য-পথে নামিয়া এল কি ভুলে
দেহধারী জ্বলন্ত পাবক!
দেখিয়া সভয়ে সবে ছাড়িয়া দাঁড়ায় পথ,
মনে ভাবে স্বয়ং শঙ্কর—
ললাটেতে রাজটীকা, নাহিক সারথী-রথ,
নাহি সহস্রেক অনুচর।
স্বপ্ন কিম্বা কর্ম্ম দুই ভাবনার মাঝখানে,
সংশয়-আকুল তাঁর মন,

এ তীরের মহারাজা যেন ও তীরের টানে
পরিয়াছে গৈরিক বসন।
হেথা তাঁর কোন্ কাজ—ধরার ধূসর ধূলি,
তমোময় পঙ্কিল সংসার—
শ্মশানে শঙ্কর চলে বিষাণে নিনাদ তুলি--
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার ;
ছিন্ন কাঁথা জীর্ণ চীর, স্পর্শে তব ভস্ম হোক,
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার।
হে সূর্য্য, প্রণাম লহ মোর—
তিমিরবিদারী তব দীপ্ত খর করাঘাতে
ছিন্নভিন্ন হোক মায়া-ডোর।

আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত ভারত ব্যেপে,
যেন শবদেহ একখান,
রুদ্রের চরণস্পর্শে কঙ্কাল উঠিবে কেঁপে,
তাই কি রুদ্রের অভিযান ?
নগ্ন পদে, নগ্ন গায়, যেন আগুনের শিখা
জঞ্জালে ছুঁইয়া গেল স্নেহে,
ভারতের মৃত্তিকার সে লাঞ্ছনা-বিভীষিকা
অনুভব করি নিজ দেহে—

নয়নে উথলে অশ্রু, অগ্নিজ্বালা বুকে জ্বলে,
শবদুঃখে শিবের ক্রন্দন,
ওপার মুছিয়া যায় পায়ে যত পথ চলে,
প্রিয় হয় এপারের জন।
কোথা গুরু রামকৃষ্ণ—দূরে কন্যা-কুমারিকা,
সম্মুখেতে নীলাম্বু-বিস্তার—
মুহূর্ত্তে পড়িল বীর আপন ললাট-লিখা।
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।
ছিন্ন কাঁথা জীর্ণ চীর, স্পর্শে তব ভস্ম হোক,
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার।
হে সূর্য্য, প্রণাম লহ মোর—
তিমিরবিদারী তব দীপ্ত খর করাঘাতে
ছিন্নভিন্ন হোক মায়া-ডোর।

সন্ন্যাসী পড়িল জলে মেলি' শ্রান্ত ক্লান্ত আঁখি,
ভারতভূমির পানে চায়।
কে ডাকিল, 'ওরে বৎস,—কত কাজ আছে বাকি—
বাছা মোর কোলে ফিরে আয়।
কাঁদিছে তেত্রিশ কোটি রোগে শোকে নিপীড়নে,
রক্তমেঘে ঢেকেছে আকাশ—

ভালবাস বুকে নাও, আলো দাও অন্ধজনে—'
সন্ন্যাসী উঠিল সিক্তবাস।
ভারতের মৃত্তিকায় সিক্ত পদচিহ্ন রাখি'
ললাটে জুড়িয়া দুই কর
উত্তরে প্রণাম করি', পশ্চিমে ফিরাল আঁখি,
শিব শিব, শঙ্কর শঙ্কর।
ভারতের বাণীমূর্ত্তি দাঁড়াইল রূপ ধরি'
মূর্ত্তি ভারতের সাধনার—
পূর্ব্বাচল বহ্নিশিখা পশ্চিমে ভাসাল তরী—
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।
ছিন্ন কাঁথা জীর্ণ চীর, স্পর্শে তব ভস্ম হোক,
ঘুচে যাক জড়ত্ব-বিকার।
হে সূর্য্য, প্রণাম লহ মোর—
তিমিরবিদারী তব দীপ্ত খর করাঘাতে
ছিন্নভিন্ন হোক মায়া-ডোর।

পশ্চিমে বিজয়লক্ষ্মী কণ্ঠে দিল জয়মালা,
বিজয়ী ফিরিয়া এল ঘরে,
কে বসিবে সিংহাসনে বক্ষে যার বহ্নিজ্বালা,
নীলাকাশ শিরে ছত্র ধরে!

পীড়িত আর্ত্তের সেবা পতিত অন্ত্যজে প্রীতি,
দীনতা ভুলাতে দীনজনে
সংশয়-তিমির ছেদি' ওঠে সন্ন্যাসীর গীতি,
ধায় মন পঞ্চবটীবনে ;
মন্দির করিয়া আলো মহাকালী যেথা জাগে,
নাচে শ্যামা হৃদয়-শ্মশানে—
ক্ষুধিত জঞ্জালপুঞ্জে বহ্নির পরশ লাগে,
গুরু জানে আর শিষ্য জানে,
আঁধার গগনবক্ষে ধোঁয়াইয়া ধোঁয়া ওঠে,
বহ্নি জাগে তিমির-বিদার—
একটি কমল হতে সহস্র কমল ফোটে—
হে বহ্নি, তোমারে নমস্কার।

আলো-আঁধারি

সে পথের সন্ধান দিবে কে ?

আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বে নিত্যকাল শঙ্কিত আকাশ ;
সত্যাসত্য, ভালো মন্দ, ক্ষণে লুপ্ত ক্ষণে সুপ্রকাশ—
সংশয়-দোলায় চিত্ত দুলিতেছে নিত্যকাল
ছায়া-আলো বাসনা ও বিবেকে।
সে পথের সন্ধান দিবে কে ?

কে ঘুমায়, কারে ডাকি, জাগ রে।

তিমির-মন্থন সূর্য্য, উড়িতেছে স্ফুলিঙ্গ তাহার,
কুলায়ে পাখীরা জাগে, কুলায়ে ঘুমায় অন্ধকার ;
চড়ায় ঠেকেছে কেহ, দুলিতেছে তরী কারো
উত্তাল মহাকাল-সাগরে।
কে ঘুমায়, কারে ডাকি, জাগ রে।

মোদের ভাবনা-ভয় মিছা রে।

মৃত-জীবিতের মাঝে হে বন্ধু, কিসের ব্যবধান,
মৃত্যুরে কে জানিয়াছে, কে পেয়েছে জীবন-সন্ধান ?

মরণ-তীর্থের যাত্রী, মায়ের কোলের শিশু
একাকার নির্ম্মম বিচারে !
মোদের ভাবনা-ভয় মিছা রে ।

কে জেনেছে সবখানি আকাশে ?

অনন্ত জীবনে মোর খণ্ড খণ্ড তার পরিচয়,
অসম্পূর্ণ প্রাণ-মৃত্যু, কান্না-হাসি, সম্ভব-বিলয়,
রহস্যের যবনিকা আজো উঠিল না মোর,
যাহা বুঝি, বুঝি শুধু আভাসে ।
কে জেনেছে সবখানি আকাশে ?

প্রত্যূষ

খসিল রাত্রির পাখা, ছিঁড়ে যায় তিমির নিবিড়,
জ্বালাহীন রবিরশ্মি ধীরে ধীরে দূরে যায় দেখা,
আকাশের গায়ে গায়ে ভিড়-করা পাখীদের নীড়
ভাঙিয়া পড়িল ভুঁয়ে, শূন্যতা ঝিমায় বসি' একা ।
নীলের অঞ্জন মাঝে বর্ণহীন দিক্‌চক্রবাল,
সে-নীলে মিশিয়া গেছে বনানীর চঞ্চল হরিৎ ;

তড়াগ পল্বল নদী সাগরের রৌপ্যময় থাল,
আলোর স্বপন দেখি' চমকিয়া লভিল সম্বিৎ।
নৈঋর্তে ঝড়ের পাখা রাত্রিশেষে লভেছে জড়তা,
আলোক, তপস্বী রুদ্র বসে আছে ছাই মাখি' গায়ে,
বায়ু থমথম করে, ভাষাহীন বিশ্বের বারতা,
মহাকাল গতিহীন থামিয়াছে পথতরুছায়ে।
আমি একা বসে আছি শূন্যতার অতি কাছাকাছি,
আকাশে তারকা নাই, মেঘে মেঘে নিষ্প্রভ বিদ্যুৎ,
নীড়হারা পাখীদল, চাক-ভাঙা ব্যাকুল মৌমাছি,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ওড়ে। ছিন্ন-ভিন্ন যেন পঞ্চভূত
ধূলি-ধূসরিত পথে উড়িতেছে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে।
আমার বাসনা-লক্ষ্মী বিবসনা কাঁদিছে একাকী,
হ'ল না তাহার স্থান নিশীথের তিমির-আলয়ে—
পূত শুভ্র শান্ত উষা আদরে নিল না তারে ডাকি'।
দিবসের খররৌদ্রে লাজ মানে বাসনা আমার,
রজনীর অন্ধকার আনিল না তৃপ্তির সন্ধান,
আলো-আঁধারের এই যবনিকা নহে লঘুভার,
দিবা নিশি মাতে দ্বন্দ্বে, এ-প্রত্যূষ আমার পরাণ।

স্বপ্ন-সহচরী

আমার অন্তরলোকে পাতিয়াছ কমল-আসন,
কে তুমি অজানা !
মোহন পরশে তব বক্ষে জাগে দ্বন্দ্ব চিরন্তন—
দ্বিধা জাগে নানা।
'তুমি আছ'—ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া করি অনুভব ;
ভ্রান্তি-ঘোরে ভুলি কভু, 'আছ' 'নাই' নিয়ত বিপ্লব।
দিবসের ক্ষুদ্র কাজে মগ্ন রহি আপনা ভুলিয়া,
বীণা-বিগলিত ধারা অকস্মাৎ স্পর্শ করে হিয়া—
উঠি চমকিয়া !
কোথা হতে আসে সুর, বুঝি, বুঝি,—পারি না বুঝিতে-
আসে আচম্বিতে।

চারিদিকে খুঁটিনাটি ক্ষুদ্রতার সুনিবিড় জাল
করে অন্ধকার ;
ক্ষুদ্র জঠরের লাগি' সংসারের ধূলি ও জঞ্জাল
করি স্তূপাকার।
যশ মান অন্ন বস্ত্র বিত্ত লাগি নিত্য আরাধনা ;
হানাহানি হাহাকার পথে পথে মিথ্যা প্রবঞ্চনা,
কলুষ বিদ্বেষ আর নিদারুণ হিংসা-বিভীষিকা,

তারি মাঝে রহি' রহি' জ্বলি' ওঠে তব দীপ্ত শিখা
—মরু-মরীচিকা !
বিস্ময়ে অবাক্ মানি' চেয়ে থাকি, দিগ্‌ভ্রান্ত মন—
এ বুঝি স্বপন।

পরশ-পুলকে তব পলকে পাসরি' আপনারে,
রহি প্রতীক্ষায়—
বিকশিত হয় চিত্ত পুষ্প যথা আপনা বিথারে
আলোক-বন্যায়।
সহসা নিঃসাড় বক্ষে জাগে ক্ষুব্ধ তরঙ্গের সাড়া,
কঠিন পাষাণ টুটি' উচ্ছ্বসিত হয় উৎস-ধারা।
আমি নাহি জানি তার কোথা আদি কোথা তার শেষ,
পরিপূর্ণতার ভারে ভুলি সর্ব্ব ব্যর্থতার ক্লেশ—
রহি নির্ণিমেষ!
আঁধার দিগন্ত মোর উদ্ভাসিয়া উঠে তীব্রালোকে—
পরশ-পুলকে।

অণু-পরিমাণ বক্ষে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পায় লয়,
মায়া-স্পর্শে তব ;
নিখিলের দুঃখ-সুখ বিন্দু বিন্দু করি যে সঞ্চয় ;
হেরি অভিনব—
অবাধ নিঃসীম শূন্য—এ ধরণী চির-জ্যোতির্ম্ময়ী।

কোন্ মায়া-স্বর্গ হতে মন্দাকিনী-বক্ষে আন বহি' !
নিখিল ডুবিয়া যায় ভাষাহীন সঙ্গীত-ধারায়,
উচ্ছল তরঙ্গ জাগে তন্দ্রাহত তারায় তারায়,
'আমি' ডুবে যায় !
আমি উঠি বিশ্ব হয়ে, চিত্তে মোর অসীম বেদন—
আনন্দ-স্পন্দন ।

যোগী নীলকণ্ঠ সম মহোল্লাসে করি আত্মসাৎ
বিশ্ব-হলাহল,
আমার বক্ষের মাঝে নব জন্ম লভে অকস্মাৎ
শুষ্ক তৃণদল !
নিখিলের পুষ্প যত চিত্তে মোর উঠে বিকশিয়া,
অনন্ত-আনন্দ-রস ধরা-বক্ষে পড়ে যে ক্ষরিয়া ;
কলহ ডুবিয়া যায়—সত্য শিব বিরাজে সুন্দর,
বিরহ পলায় দূরে, মিলনেতে বিশ্ব-চরাচর
শোভে মনোহর ।
শুধু শান্তি অবিরাম, নিখিলের সঙ্গীত-কাকলী
উঠে যে উছলি' ।

প্রতিদিবসের গ্লানি ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব ব্যর্থতা পাসরি',
তোমার আলোকে

অতিবাহি' বহু দেশ ভিড়াই কল্পনা-স্বর্ণতরী
কোন্ মায়ালোকে।
সুদূর অতীত হেরি, নেহারি অনন্ত ভবিষ্যৎ,
মরুমাঝে, ঘনারণ্যে, গিরিশৃঙ্গে নাহি ভুলি পথ ;
মেঘলোকে ছায়া সম লঘুপদে করি বিচরণ,
এ বিশ্বের কোথা কোনো নাহি বাধা নাহি আবরণ,
নাহিক মরণ!
আমি রহি আত্মরত কল্পনার বিপুল গৌরবে,
তন্দ্রামগ্ন ভবে।

মথিয়া বিশ্বের বিষ সুধা যত আহরণ করি—
বিশ্ব করে পান।
কল্পনা-মৃণাল-বৃন্তে চিত্তপদ্ম রাখি নিত্য ধরি' ;
সঙ্গীত মহান্
মনোবীণা হতে মোর উচ্ছ্বসিত হয় শূন্য মাঝে,
কর্ম্মভারাতুর কর্ণে যবে মোর সে সঙ্গীত বাজে ;
চমকিয়া জাগি আমি—পান করি নিঃস্যন্দিনী ধারা,
কে আনিল স্বর্গজ্যোতি! চারিদিকে অন্ধকার কারা,
সুপ্তি—দীপ্তিহারা!
ক্ষণে জাগ, নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নসম মিলাও চকিতে
ক্ষুব্ধ করি' চিতে।

কঠিন উপলখণ্ড পদে পদে বাধা হয় পথে ;
ক্ষণে ভুলি দিক—
ধূলায় কর্দ্দমে হই নিষ্পেষিত মহাকাল-রথে,
তুর্ব্বল পথিক !
আবরণ টুটে যায়, প্রকটিত রন্ধ্রমুখ যত,
ন্যুব্জ হয়ে পথ চলি সংসারের গুরুভার-নত,
হিংসা দ্বেষ অপমান চারিদিকে বহ্নিজ্বালা জ্বলে,
তুমি কোথা গুপ্ত রহ হৃদয়ের গোপন অতলে—
কোন্ মন্ত্রবলে !
বেদনা-জ্বালায় চিত্ত ছিন্ন-ভিন্ন শ্রান্ত ব্যাথাতুর
আঘাতে নিষ্ঠুর !

কেন আস কেন যাও, কোন্ কল্পলোকে তব স্থান,
স্বপ্ন-সহচরী !
বার বার পরিচয়ে আজো তার হ'ল না সন্ধান।
মায়া-যাতুকরী,
তোমারে চিনি না, শুধু ক্ষণে ক্ষণে পাই পরিচয়,
অন্তরের পূজা মোর নিত্য নিত্য লভে পরাজয়,
মায়াবিনী, তুমি তব অন্ধকার চিত্তগুহা হতে
চমক হানিয়া যাও, সংসারের কণ্টকিত পথে
আমার জগতে।

কর্ম্মক্লান্ত হয়ে যবে খুঁজি শান্তি আগ্রহে ব্যাকুল
নাহি মিলে কূল।

এই লুকাচুরী-খেলা, এও ভাল বস্তুর জগতে,
স্বপ্ন অবাস্তব
যত ক্ষণিকের হোক এই সত্য মিথ্যাময় পথে—
আলোক দুর্লভ!
পাষাণ-পঞ্জর টুটি' ক্ষণিকের এই উৎস-ধার,
কারাগারে রন্ধ্র-পথে এই স্পর্শ আলোক-রেখার,
ঘোর বিভীষিকা-মাঝে নন্দনের আনন্দের ছবি,
ক্লেদপঙ্ক মাঝে এই সুবাসিত কুসুম-সুরভি—
ধন্য মানে কবি!
যেথা থাকো পাই যেন রহি' রহি' রহস্য-আভাস।
জীবন-নিঃশ্বাস!

রসাভাস

ঝঞ্ঝার মোহে অবোধ বিহঙ্গম,
ডানা ঝাপটিয়া উঠিল উর্দ্ধাকাশে ;
নহে বিহঙ্গ, চপল চিত্ত মম,
ধূলি-বাত্যায় চমকি উঠিল ত্রাসে।
নীলিমা ধূসর, ঈশানের কালো মেঘ
বর্ষণাকুল ; বাড়িছে ঝড়ের বেগ,
চড়িছে মাত্রা, তিন, চার, ছয় পেগ—
ঝঞ্ঝার সাথী হাসিল অট্টহাসে ;
ভগ্নপক্ষ ঝড়ের কপোত সম
ব্যোমলোভী মন বন্দী ধূলির পাশে।

রাত্রি গভীর, বীভৎস কোলাহল !
ঝলকে অশনি মেঘের বক্ষ চিরে,
মদের পাত্র ঝঞ্ঝার সম্বল,
বজ্র হাঁকিছে আবরণহীন শিরে !
কাঁক্ড়ার খোলা, ঝাল মাংসের ঝোল,
নামিল বৃষ্টি, মুখে কুৎসিত বোল ;
কোথায় চুমিছে কাহারে দিতেছে কোল,
ধূলির সঙ্গী, ঝড়ের সঙ্গিনীরে !

বক্ষেতে জ্বালা, মুখে হাসি খল খল,
স্খলিত বচন গোঙানি হইল ধীরে!

বহে ঝড়, তবু আকাশবিলাসী মন,
পঙ্কজ তবু পঙ্কে গজাতে চায়;
ক্ষণে খুঁজে ফেরে বাসনার আয়োজন,
ক্ষণে ক্ষণে মন অসীমের পানে ধায়!
নহে শিশু হায়, মদের পাত্র কোলে,
উগ্র নেশায় রমণী আপনা ভোলে,
কণ্ঠে মরণ ফুলমালা হয়ে দোলে,
ঊর্দ্ধ আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়—
কাচের গেলাস ভেঙে করে ঝন্ ঝন্,
ঝিমরি' ঝিমরি' নূপুর কাঁদিছে পায়!

ছুটে যাবে নেশা মাতালের এই ভয়,
উঠিবে হাসিয়া নির্ম্মল নীলাকাশ,
কুলায়ের পাখী গাহি' কুলায়ের জয়,
নীড়হারাদের করিবে কি উপহাস!
প্রভাত-আলোকে জাগিবে সুখের নীড়ে,
রচি' ব্যবধান এই তীরে ওই তীরে;
সিঁদুরের রেখা শোভিবে কাহার শিরে,
নিঠুর মন্ত্র রোধিবে কাহার শ্বাস!

স্খলিত বসনে বেহুঁসে কে পড়ে রয়,
কোন্ সাবধানী গণিছে সর্ব্বনাশ !

হিসাব-খাতায় ভরে খরচের ঘর,
ঝঞ্ঝার পাখী পায় মুক্তির দিশা,
এসেছে তাহার প্রখর দ্বিপ্রহর !
দিবসে যাহার নিশীথ, তাহার তৃষা—
আজো মিটিল না, কখনো মিটিবে নাকো
মদের পাত্র রাখ, রাখ, কাছে রাখ ;
ঝড়ের সঙ্গী কে আছে তাহারে ডাক—
নেশা না ছুটুক, না কাটুক এই নিশা,
তরল মদ্য মাথায় করুক ভর,
নীলাকাশ ছেয়ে ফেলুক ধূসর সীসা !

ফল্গু

কাহারও দুয়ার খোলে পরিচিত মৃদু করাঘাতে,
কেহ পায় একদিন কম্পমান অচেনা পরশ ;
খুলেছে কাহারও জানি, অকস্মাৎ রূঢ় ঝঞ্ঝাবাতে,
খর রুদ্রমূর্ত্তি কভু কভু মূর্ত্তি অমৃত-সরস ।

যে আসে আসুক বন্ধু, সবই এক মরুভূ-সৈকতে,
দুফোঁটা বৃষ্টির বিন্দু, অবিরল বর্ষা-জলধার—
বহিছে ফল্গুর ধারা বালুনিম্নে মোদের জগতে,
বাহিরে যাহারই আমি, সেথা আমি একান্ত আমার।

নিজেরে আড়াল করি' রাখি মরু-বালি অন্তরালে,
কত বর্ষা শীত গ্রীষ্ম রূঢ় লঘু স্পর্শ হানি' যায়,
চাঁদ ওঠে, ডুবে যায়, ঊর্দ্ধ শূন্য গগনের ভালে,
মরুবুকে মাথা খুঁড়ি' রবি-কর উত্তাপ হারায়।

মোর 'আমি' বালুতলে চিরকাল বহে ধীরে ধীরে,
ধরার সমুদ্র মাঝে নহে তার সাগর-সন্ধান!
উৎসমুখে উৎসারিয়া পৃথিবীর বুক চিরে চিরে,
ভালবাসে, ফেটে পড়ে, করে নিজ প্রাণ বলিদান

জীবনের শ্বাস ফেলে, বুকে নেয় আলো-বাতাসেরে,
উৎসমুখে আসে ঝড়, আসে বন্যা, প্রলয়-প্লাবন;
বাহিরে আঘাত যত অন্তরের প্রীতি নেয় কেড়ে,
মরুভূর বক্ষ ভেদি' নিত্য বহে অশ্রান্ত শ্রাবণ।

গগনে গরজে মেঘ, পৃথিবীর বুকে ফল্গুধারা,
কিছু নাহি আসে যায়, মাঝে তার কত রহে মাটি!
মেঘের উপরে দোলে ঘূর্ণ্যমান রবিচন্দ্রতারা,
অসহায় উল্কা পড়ে ধরাপৃষ্ঠে উল্কাবেগে ফাটি'।

বন্ধু, তব উৎসমুখ খুলে ফেল কঠিন আঘাতে,
মৃত্যুস্পর্শে অথবা সে অনিশ্চিত প্রণয়-পরশে ;
বহিয়াছে এতকাল যে জীবন মরু-বালুকাতে
তারে উৎসারিয়া তোল বাহিরের দীপ্ত রৌদ্র-রসে।

সত্য-মিথ্যা

জীবনের পথে ছড়ানো প্রেমের কাহিনীগুলি,
সন্ধ্যা-আকাশে স্তিমিত তারকা, তারকা ম্লান ;
গাছের শাখার পাতা কবে হ'ল পথের ধূলি,
মনের প্রেমের যমুনা কভু না বহে উজান।
আঁধার আকাশে মিটিমিটি শুধু তারকা জ্বলে,
ভুলে-যাওয়া গান, ভেঙে-যাওয়া ঢেউ মৃদু উথলে

জীবনের পথে ছড়ানো প্রেমের কাহিনীগুলি,
অনেক দিনের হারানো গানের হারানো সুর—

নিশীথ তিমিরে ভাবিতে বসিয়া যাই যে ভুলি',
আবছা আলোর ছায়ার মায়ায় ব্যথাবিধুর।
আলেয়ার আলো বুকের উপর চাপিয়া বসে,
তারা রবি হয়, উল্কার মত সূর্য্য খসে।

জীবনের পথে ছড়ানো প্রেমের কাহিনীগুলি,
ভুলিয়া গিয়াছি একথা মানিতে লজ্জা মানি—
আগুন খুঁজিতে ভস্মে বৃথাই জাগায়ে তুলি,
খর-মরুদেশে মরীচিকা-মায়া ডাকিয়া আনি।
ঝরে-পড়া ফুলে বসিয়া বসিয়া মালা যে গাঁথি,
তৈল-বিহীন সলিতায় জ্বালি স্মৃতির বাতি।

জীবনের পথে ছড়ানো প্রেমের কাহিনীগুলি,
এখনো যে প্রেম সত্য তাহারে করুণা করে,
মৃত জীবিতের মাঝে ও গোপন দুয়ার খুলি'
নিমেষের দেরী, আলো হতে যেতে আঁধার ঘরে।
মনের গগনে ওঠে অবিরাম অট্টহাসি,
তবু ভালবাসা ভুলিয়া আবার ভাল যে বাসি।

নভোবিলাস

অলস বায়ু বহিয়া যায়, কলস ভরি জলে,
সিক্ত বাটে চরণ-রেখা রাখিয়া বধূ চলে—
দিনের আলো নিবিয়া আসে ভিজা আঁধার নামিল ঘাসে,
মর্ম্মরিত বুকের শ্বাস থামিল নদীজলে।
একটি তারা কাঁপিয়া মরে তরুবীথির শিরে,
একটি কথা ভাবিয়া আঁখি ভরিল আঁখি-নীরে।

সন্ধ্যামেঘে আমারো দিন মুদিল ক্ষীণ আঁখি,
যেখানে যত প্রদীপ ছিল তিমিরে গেল ঢাকি'।
দিক্-ভোলানো আলেয়া পিছে পাগল হয়ে ঘুরিনু মিছে
সারাটা পথ চলিয়া এনু, সারাটা পথ বাকী।
শ্রান্ত দেহ ক্লান্ত মন বসিনু দিশাহারা,
সহসা দেখি ধূসর নভে একটি 'তুমি' তারা।

জাগিয়া বসি' তোমার লাগি সে কবে নাহি মনে,
হাওয়ার মত দীর্ঘশ্বাসে ছুটিনু বনে বনে।
দুলায়ে শাখা ছড়ায়ে ফুল, ভুলের পরে গাঁথিয়া ভুল
নিমেষ পরে নিমেষ বাহি' চাহিয়া শুভখনে—

তুমি আমার মনেই ছিলে সকল ক্ষণ জাগি',
এখানে খুঁজি ওখানে খুঁজি, বিরহ-অনুরাগী।

আপন মনে চলিয়াছিনু শুধু চলার মোহে,
ছায়ার মায়া বুঝিনি কিছু পাওয়ার আগ্রহে।
কাচেরে করি মাথার মণি কল্পসুখ-প্রহর গণি,
জীবন-গতি সহজ অতি ভুলের সমারোহে।
গহন বনে আলো-আঁধারে বন্ধুর সনে দেখা,
তবুও সখী দীর্ঘ পথ চলিতে হ'ল একা।

তোমারে আজ পড়িল মনে তপ্ত দিন-শেষে,
মুদিত-আলো ক্ষুধিত যত ভাঙা মনের দেশে।
আকাশে তুমি জাগিয়া রহ, তিমির হ'ল বার্ত্তাবহ,
গোপন কথা কহিতে তব নামিল এলোকেশে।
তোমার আমার মাঝখানে সে রচিল ব্যবধান,
থেমেছে গতি ভেঙেছে মন, গানের অবসান।

তোমারে সখী, ডাকিয়া আনি ধূলির ধরণীতে,
বরণ করি' ফুলের মালা গলায় তব দিতে—
সাধ্য নাহি, নাহিক সাধ, জীবনে এল যে-অবসাদ—
দেওয়ার দাবী নাহিক তাই পারি না কিছু নিতে।

আকাশে তুমি রহিবে জাগি' অ-ধরা শুকতারা,
তাদেরই সাথে ভাসিব যারা করেছে পথহারা।

ভাসিয়া চলি তবুও বুকে বহিব এই আশা,
চলাই নহে চলার শেষ, পাওয়াই ভালবাসা।
জানি আবার প্রভাত হবে, অরুণ রবি জাগিবে নভে—
যে ভাষা মূক তোমারই তরে ফুটিবে সেই ভাষা।
বুকে আমার ধ্বনিছে আজ না-বলা সেই বাণী,
ধরার ধূলি নভের তারা করিছে কানাকানি।

মায়া-গোধূলি

অন্ধকার যবনিকা তুলি'
ভ্রান্ত আমি চেয়ে দেখি এল কি গোধূলি,
এল কি আঁধার ?
আমার প্রাণের পাখী নীড় খুঁজি' করে হাহাকার !
কোথা নীড় কোথায় কুলায়,
শ্রান্ত পক্ষ ঝাপটিয়া আঁখি মুদি' আপনা ভুলায়।
খাঁ খাঁ করে দগ্ধ নীলাকাশ,
ওরে শ্রান্ত, ওরে ভ্রান্ত, কোথা অবকাশ—
এযে দ্বিপ্রহর,

গগনে প্রচণ্ড সূর্য্য, হায় মূর্খ কুলায়-কাতর!
আপনার চারিপাশে আপনি রচিয়া যবনিকা,
ভুলিয়া থাকিতে চাস দিবসের তপ্ত বিভীষিকা,
আপনার ধূলিজালে রচি' ওরে মায়ার গোধূলি,
নীড় খুঁজি' উঠিস আকুলি'।

অবাধে উড়িয়াছিনু উৰ্দ্ধমুখী নভোবিহঙ্গম,
ধূলিপঙ্ক মৃত্তিকার কুহেলিকাতম
যত্নে ঢাকি বুকের পালকে ;
উৰ্দ্ধে খর রৌদ্রালোকে
দিশাহীন নীল শূন্যে শ্রান্ত ক্লান্ত ডানার ঝাপটে,
আঁধারের কালো মায়া ঘনাইয়া ওঠে
নয়নে আমার ;
পিয়াসী বক্ষেতে মোর জাগে বারম্বার,
যদি ভাঙে ডানা দু'টি অকস্মাৎ ঝড়ের আঘাতে,
ছিন্নপক্ষ পড়ি ভূঁয়ে আপন বিহ্বল বেদনাতে
ধরার ধূলায়।
সেখানে আমার শান্তি, আমার কুলায়।

দুর্য্যোগ

আসর জমিল নাকো, নিবে গেল আলো অকস্মাৎ,
একাকার হয়ে গেল অভিনেতা দর্শক সকলে ;
অন্ধকারে হুড়াহুড়ি লেগে গেল ঘাত-প্রতিঘাত,
বিভেদ ঘুচিয়া গেল ভাল মন্দে আসলে নকলে।

সে দিন হইতে মোরা চলিয়াছি আজো সে তিমিরে,
ফুঁসিতেছে অন্ধকারে আমাদের দুরন্ত দুরাশা ;
জানিনা সম্মুখে কি যে—অরণ্যে কি চলি নদীতীরে,
অচিরে গ্রাসিবে কিম্বা উত্তাল তরঙ্গ সর্ব্বনাশা !

পবন নিঃস্বনে নাহি বুঝি পিছে হাসি না ক্রন্দন,
পাশে কারা চলিয়াছে শুধু মাত্র বুঝি অনুভবে !
আলোকে যা মুক্তি আজ অন্ধকারে তাহাই বন্ধন—
শ্মশানের হাহাকার মিলনের মঙ্গল-উৎসবে !

মেদিনী মৃত্তিকা নয়, যেন সে রক্তাক্ত মেদভার—
সেই ভাল, অন্ধকারে এ দুর্য্যোগ পায়ে হই পার।

আমি

ঈর্ষাক্ষুব্ধ নদীনীর, তরণী দুলিছে অবিশ্রাম,
আকাশে মেঘের মায়া, রহি' রহি' বিদ্যুৎ-ভ্রূকুটি ;
বজ্রের গর্জ্জন মাঝে উচ্চে তুলি আপনার নাম,
দৃঢ় হস্তে ধরি হাল, ক্ষুব্ধ ঝড় মরে মাথা কুটি' !

সমুখে রচিছে পথ পিছে মানুষের ইতিহাস,
বিপুল আমার দম্ভে যুগে যুগে স্তম্ভিত পৃথিবী,
পিছনে গর্জ্জিয়া আসে সময়ের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস,
ততবার উঠি জ্বলি' যতবার যাই নিবি' নিবি' !

প্রশস্ত ললাটে মোর নিজহস্তে রচি জয়টীকা,
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাহত তরণীর আমি কর্ণধার ;
অধোমুখী কভু নহে তিমিরে প্রদীপ্ত দীপশিখা,
নিজেরে যে করে নতি সে লভে সবার নমস্কার।

আমি ধরিয়াছি হাল, এ দুর্য্যোগে নাহি করি ভয়,
আপনি গাহিয়া চলি উচ্চকণ্ঠে আপনার জয়।

তারপাশা

পদ্মার জল মেটে' পাড় ভেঙে ঢুকেছে গাঁয়ে
আঙিনায় ঘরে থৈ থৈ করে নদীর জল ;
মাঠের বাটের নাহিক চিহ্ন, ভেলায় নায়ে
উৎসাহী যারা ঘোরে তারা খুঁজি' কাজের ছল।
জল ছুটিয়াছে কাত করে দিয়ে ধানের শীষে,
গাঁয়ের ডোবায় কুনো মাছ যত হারায় দিশে ;
পাশাপাশি বাড়ী দু'সখীর আড়ি থাকিবে কিসে—
ছলাৎ ছল ;
এ-দাওয়া ও-দাওয়া এক হয়ে মেশে, স্রোত প্রবল।

ষ্টীমার-ঘাটের কোঠাবাড়ীখানি আধেক ডুবে
মিনতি করিছে, থামো থামো, নদী কীর্ত্তিনাশা !
পশ্চিমে রবি ঘুম-জড়া চোখে চাহিছে পূবে ;
তটেরে বেড়িয়া পাগল নদীর কী ভালবাসা !
বৃহৎ ষ্টীমার, ছোট ডিঙা যেন জলের তোড়ে,
কা কা করে কাক, মিছা ডাকে আর মিছাই ওড়ে ;
মাটির শিশুরা যতই শুনিছে স্বপনঘোরে
নদীর ভাষা,
চরের মতন ডোবে জাগে বুকে তাদের আশা।

নদী ছোটে আর ঢেউ ভাঙে তটে, অলস পায়ে
গ্রামের বধূরা কলসকক্ষে আসে না জলে,
লোভে লোভে জল এসেছে ছুটিয়া আঙন-ছায়ে,
বেড়া ভেঙে কোথা জুটেছে বধূর চরণ-তলে।
দূরে পরপার রেখার মায়ায় হয়েছে লীন,
বাতায়নপথে দেখে বধূ শেষ বরষা-দিন;
সোনার আলোয় ঝলে ঢেউ-তোলা ঘরের টিন—
স্তিমিত জ্বলে
ঘাটে সারি আলো, জেলেদের ডিঙি ভাসিয়া চলে।

ওঠে আগ্রহে, দুরু দুরু বুকে নামিল কেহ;
গাঢ় হয় ধোঁয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিল বাঁশী;
পরদার ফাঁকে মুখ একখানি: ঘরের স্নেহ,
কূল-ছাপা জল, কূলের বধূরে করে উদাসী।
খর জলতলে ইলিশ মাছেরা অন্ধকারে
জাল খুঁজে খুঁজে এ আসি পড়িছে উহার ঘাড়ে,
ভাঙা কোঠাখানি চকিতে মিলায় জলের আড়ে—
আঁধার আসি'
তীরে নীরে এক করিল, ষ্টীমার চলিল ভাসি।

কান্নাহাসি

আমি বসে আছি, আকাশের পানে চাহি—
দূর দিগন্তে কোথাও সীমানা নাহি,
ঘন কুয়াসার অবগুণ্ঠনে ঢাকা ;
সন্ধ্যারৌদ্র মেঘের অন্তপুরে
বাহিরে আসিতে মরিতেছে মাথা খুঁড়ে,
ক্রমে মুদে আসে ক্লান্ত দিনের পাখা ।

অন্ধ আকাশ নিঃসীম ভাষাহীন,
শেষ আলোটুকু ধীরে হয়ে আসে ক্ষীণ,
ধরণী লুকাল অন্ধকারের মাঝে ;
আমি একা বসে তমিস্রা-উপকূলে,
নিখিলের ব্যথা মোর বুকে ওঠে ছুলে,
চিত্তে কি এক ব্যথিত রাগিণী বাজে !
ধরা যেন চায় ফেলিতে এ আবরণ,
ঘন হয় পাশ, দৃঢ় হয় বন্ধন,
ক্ষীণ দীপালোক মরে গৃহকোণে ঘুরে
মানবের ব্যথা মৃদু এ আলোর মতো
শুধু হয় গৃহ-বাতায়নে প্রতিহত,
নিবিড় হতেছে বন্ধ অন্তপুরে ।

বেদনা-আঘাত আমার চিত্তে লাগে,
অসীম শূন্যে মুক্তির দিশা মাগে,
অন্ধকারেতে হয় শুধু দিশাহারা।

ক্রন্দন বুকে উছলি' ভাঙিয়া পড়ে,
আঁধার বিশ্বে তট খুঁজে খুঁজে মরে,
এ মূক শূন্যে কে দিবে কাহারে সাড়া !
মানব যেন রে নীড়হারা ভীরু পাখী
নিজেরে ভুলায় মুদিয়া আপন আঁখি,
আশ্রয়হীন, ভাবে আছে আশ্রয় !

হায় অসহায়, কে খুলিবে তোর দ্বার—
যে দিকে তাকাস বন্ধ এ কারাগার,
বন্দী, কে দিবে মুক্তির পরিচয় ?

নিশার আঁধার নিবিড় হইয়া আসে,
মানব-চিত্ত শিহরি' কাঁপিছে ত্রাসে,
জানে না যাহারে তারে আশ্রয় মানে ;
অকূল আঁধার, ছিঁড়েছে তরীর পাল,
ভাবিছে অজানা নাবিক ধরেছে হাল,
সভয় স্তব্ধ, তাঁরি বন্দনা-গানে।

* * *

কাটিল কুয়াশা তারকা আলোক জ্বালে,
দশমীর চাঁদ হাসে গগনের ভালে,
অসীম আকাশে মেঘের চিহ্ন নাহি ;
হাসিয়া উঠিল ভীরু মানবের মন,
কোথা বন্ধন, কোথায় বা গৃহ-কোণ,
কোথা ভাঙা তরী, কে আনিল তরী বাহি ?
অগাধ শূন্য বিস্তার সীমাহীন—
দ্বিধা-হীন মনে ব্যথা কোথা হ'ল লীন,
কারা-শৃঙ্খল কোথায় পড়িল টুটে !
মুক্তপক্ষ পাখীরা অবাধে উড়ে,
প্লাবিয়া গগন ভরা হৃদয়ের সুরে,
কত না শক্তি ক্ষীণ সে পক্ষপুটে !
হৃদয়ের সাথে হৃদয় আসিয়া মেলে
শূন্য আকাশে সঙ্গীত-সুধা ঢেলে ;
কোথা গ্লানি, কোথা কুয়াসার মলিনতা—
আনন্দ শুধু অক্ষয় হয়ে রয় ;
বাধা নাই, নাই ব্যথা, বন্ধন-ভয়,
অসীম আকাশ, উড়িবার অধীরতা !

নীড় ও দূর

ভীরু আমার মন
চাহে গোপন গৃহ-কোণ,
আঁকড়ি' রহে প্রাচীন পরিচিতে ;
চিরদিনের ঘরে
সে যে সহজ-বাসা করে,
বাহির পানে তাকায় ভীত চিতে।
নিবিড় পাশে বাঁধি' আপন জনে
বদ্ধজীবন কাটায় সঙ্গোপনে,
চলতি পথের সহজ আচরণে
আবরি' আপনারে ;
ছিদ্রপথে আলোক যদি পশে,
চিত্ত অধীর দূরের পরশরসে ;
আঁধারে টানি' তাহারে আনি বশে
বুঝায় বারে বারে,
"হেথায় মিলন, নিবিড় পরিচয়
সুখের অন্ধকারে।"

চির উদাস মন—
ভাবে বৃথাই আয়োজন,
মিছা এ ঘর মিছা এ বাঁধাবাঁধি ;

ক্ষুদ্র ঘরের পাকে
ভোলে বিপুল আপনাকে
নিত্য নূতন মায়ার ফাঁদ ফাঁদি'।
টুটিয়া বাধা উড়িয়া যেতে চায়,
পিছন করে পিছনে 'হায় হায়!'
দূরের ডাকে আগল ভেঙে যায়
ঘরের কারাগারে।

সুদূরে ধায় অধীর পাখা মেলি',
ক্ষুদ্র ঘরের বাধা-বাঁধন ফেলি'
দূরের সাথে সুরের খেলা খেলি'
সুদূর আকাশ পারে;
শিহরে ভেবে কেমনে ছিল বাঁধা
ঘরের অন্ধকারে।

গোপন হিয়াতলে
মোর এম্‌নি দ্বন্দ্ব চলে—
নীড় ও দূরে নিত্য টানাটানি;
ঘরের আঁধারেতে
কাঁদি দূরের আলো পেতে,
দূরে শুনি ঘরের কানাকানি,

ঘর কহিছে, 'দূর যে নহে জানা—
বিপথ সে পথ কোথা তার ঠিকানা,'
দূর কহিছে, 'হেথায় নাইরে মানা
অসীম এ বিস্তারে।'
দূর কহিছে, 'বিরাট তব প্রাণ
ঘরের কোণে কোথায় তাহার স্থান!'
ঘর কহিছে—'হেথায় কল্যাণ
তোমার গৃহদ্বারে।'
এমনিতর দ্বন্দ্ব অহর্নিশি
আলোয় অন্ধকারে।

'আয় ফিরে, ফিরে আয়.নন্দা'

গিয়েছিনু কাঞ্চন-পল্লী,
পিসীমারে গড় করি' হাতে নিতে ছাতা ছড়ি,
পিসী কন, 'সত্যিই চললি!'
আমি কহিলাম ধীরে, 'দেখ, মেঘ এল ঘিরে
রাস্তা তো নয় পিসী অল্প।'
'সত্যি তা বটে, তবে, আবার আসিবি কবে,
শোনাবি সবটা তোর গল্প!'

'যখনি সময় পাব, পা'র ধূলা নিয়ে যাব,
পথটা এমনই আর দূর কি ?'
বাহির হইনু পথে, রাগ চেপে কোনো মতে
কিনিলাম কিছু মুড়ি-মুড়কি।
দশটা পাঁচটা নয়, এ অধমই মহাশয়,
পিসীমার সোদরের পুত্র ;
বহুকাল পরে গিয়ে শূন্য উদর নিয়ে
ফিরে আসা, কে ভেবেছে কুত্র !
খাইতে খাইতে মুড়ি চালায়ে দিনু পা-জুড়ি,
সহসা আসিল ঘোর ঝঞ্ঝা।
আকাশ ঘিরিল মেঘে বৃষ্টি নামিল বেগে,
পবনে-বরুণে খেলে পঞ্জা।
আমি বেগতিক বুঝি, ছুটি লোকালয় খুঁজি
এদিকে নামিয়া আসে সন্ধ্যা।
সহসা শুনিনু কানে, ডাকিছে কে কোন্‌খানে,
'আয় ফিরে, ফিরে আয় নন্দা।'

করুণ কাতর স্বর, যেন বায়ু-মর্ম্মর
চঞ্চল নারিকেল-পত্রে,
সেই স্বর অনুসরি' ছুটিলাম পড়ি' পড়ি'
বৃষ্টি মানে না বাধা ছত্রে।

দু'ধারে গভীর বন বায়ু করে শন্ শন্,
নাই কোথা মানুষের চিহ্ন,
সমুখে যতই চলি গাছে গাছে গলাগলি,
কাঁটায় হইল দেহ ছিন্ন।
পদতলে জলধার, ঝড় দেয় হুঙ্কার,
মুহু জ্বলে বিদ্যুৎ-বহ্নি—
ভাবিয়া অবাক্ হই কোথা হ'তে এল ওই
ঘোর বনে পল্লীর তন্বী!
আর পথ নাহি পাই চকিতে থামিয়া যাই,
নামিছে রজনী অতি বন্ধ্যা—
সহসা শুনিনু সুর, মনে হ'ল নহে দূর,
'আয় ফিরে, ফিরে আয় নন্দা।'

কোনো দিকে নাই কিছু শুধু গাছ উঁচু নীচু
ভয়ে ছম্ ছম্ করে গাত্র,
শুনিনু পাতিয়া কান বন-পথে ছোটে বান,
বায়ু করে শন্ শন্ মাত্র।
হইয়া হতাশ অতি ফিরাইনু মোর গতি,
ভিজে ভিজে ঘরে যাওয়া যুক্তি,
কে জানে বনের মাঝে সাপখোপ কত রাজে,
রাজপথে ফিরিলেই মুক্তি।

'যখনি সময় পাব, পা'র ধূলা নিয়ে যাব,
পথটা এমনই আর দূর কি ?'
বাহির হইনু পথে, রাগ চেপে কোনো মতে
কিনিলাম কিছু মুড়ি-মুড়কি।
দশটা পাঁচটা নয়, এ অধমই মহাশয়,
পিসীমার সোদরের পুত্র ;
বহুকাল পরে গিয়ে শূন্য উদর নিয়ে
ফিরে আসা, কে ভেবেছে কুত্র !
খাইতে খাইতে মুড়ি চালায়ে দিনু পা-জুড়ি,
সহসা আসিল ঘোর ঝঞ্ঝা।
আকাশ ঘিরিল মেঘে বৃষ্টি নামিল বেগে,
পবনে-বরুণে খেলে পঞ্জা।
আমি বেগতিক বুঝি, ছুটি লোকালয় খুঁজি
এদিকে নামিয়া আসে সন্ধ্যা।
সহসা শুনিনু কানে, ডাকিছে কে কোন্‌খানে,
'আয় ফিরে, ফিরে আয় নন্দা।'

করুণ কাতর স্বর, যেন বায়ু-মর্ম্মর
চঞ্চল নারিকেল-পত্রে,
সেই স্বর অনুসরি' ছুটিলাম পড়ি' পড়ি'
বৃষ্টি মানে না বাধা ছত্রে।

দু'ধারে গভীর বন বায়ু করে শন্ শন্,
নাই কোথা মানুষের চিহ্ন,
সমুখে যতই চলি গাছে গাছে গলাগলি,
কাঁটায় হইল দেহ ছিন্ন।
পদতলে জলধার, ঝড় দেয় হুঙ্কার,
মুহু জ্বলে বিদ্যুৎ-বহ্নি—
ভাবিয়া অবাক্ হই কোথা হ'তে এল ওই
ঘোর বনে পল্লীর তন্বী!
আর পথ নাহি পাই চকিতে থামিয়া যাই,
নামিছে রজনী অতি বন্ধ্যা—
সহসা শুনিনু সুর, মনে হ'ল নহে দূর,
'আয় ফিরে, ফিরে আয় নন্দা।'

কোনো দিকে নাই কিছু শুধু গাছ উঁচু নীচু
ভয়ে ছম্ ছম্ করে গাত্র,
শুনিনু পাতিয়া কান বন-পথে ছোটে বান,
বায়ু করে শন্ শন্ মাত্র।
হইয়া হতাশ অতি ফিরাইনু মোর গতি,
ভিজে ভিজে ঘরে যাওয়া যুক্তি,
কে জানে বনের মাঝে সাপখোপ কত রাজে,
রাজপথে ফিরিলেই মুক্তি।

হঠাৎ তড়িতালোকে কি যেন পড়িল চোখে
ছুটিনু তাহাই করি' লক্ষ্য,
নাকে মুখে চোখে কানে বন-পথ বাধা হানে
মেলিয়া তুইটি কাঁটা-পক্ষ।
পঁহুছিনু অবশেষে বহু তুখে বহু ক্লেশে,
পড়ে আছে যেথা তপোমগ্ন—
প্রাসাদ, ইষ্টকে গড়া— পচিয়া কঙ্কাল মড়া,
তাহাও হতেছে ক্রমে ভগ্ন।
বুঝিলাম অনুভবে শিবের দেউল হবে,
চারিদিক জনহীন স্তব্ধ,
রহি' রহি' শোনা যায় বায়ু করে, 'হায় হায়',
জল ছোটে কলকল শব্দ।
দেউল আশ্রয় করি, একা জাগি বিভাবরী
যাপিব কি সে নিশির পর্ব্ব—
হৃদয় কাঁপিল ভয়ে, নিরজন দেবালয়ে
ভাঙিল আমার যত গর্ব্ব।
কত কি উদিল মনে, ধীরে ধীরে আঁখি-কোণে
নেমে এল ভয়হরা তন্দ্রা,
চমকিয়া জাগি ত্রাসে, কে ডাকে দেউল পাশে,
'আয় ফিরে, ফিরে আয় নন্দা।'

বাহিরিয়া বার বার দেখিলাম চারিধার
নাহি জনমানবের চিহ্ন,
চামচিকা উড়ে উড়ে মাথার উপরে ঘুরে,
বিজলি তিমির করে ছিন্ন।
সভয়ে রহিনু বসি', ভূতের আগারে পশি'
ঘুম দিতে নাহি হ'ল ভরসা ;
বসে বসে গণি মনে এক দুই অকারণে—
না জানি কখন হবে ফরসা।
দেখিলাম তরু-শিরে ঝড় থেমে এল ধীরে
বৃষ্টির বেগ হ'ল মন্দা,
কাঁপায়ে মন্দির-মেঝে কাতরে কাঁদিল কে যে,
'আয় ফিরে, ফিরে আয় নন্দা।'

জাগিল ভোরের আলো— নিমিষে মিলালো কালো
বনভূমি করে শুচিহাস্য,
তখন পড়িল মনে কে ডাকিল বনে বনে—
মনে মনে করি টীকা-ভাষ্য।
পুনঃ এনু রাজ-পথে ঘরে ফিরি কোনো মতে
ঘুম দিয়া দূর করি ক্লান্তি।
ভাবিয়া করিনু স্থির, এ ব্যাপার রজনীর
আমারি মনের হবে ভ্রান্তি।

আজো তবু পড়ে মনে, নিতান্তই অকারণে
বরষা নিবিড় যবে সন্ধ্যা—
করুণ ব্যথিত সুরে আজো শুনি কাছে দূরে,
'আয় ফিরে, ফিরে আয় নন্দা।'

রুদ্র-প্রশস্তি

শরতের লঘু মেঘ-বক্ষে
চাপা আছে বিদ্যুৎ-বহ্নি,
মেদুর মেঘের স্নেহ-সখ্যে
গিরি-কন্যাও হয় তন্বী।
ঝরি' জীবনের বালু-ঘটিকা,
দেহে আনে যৌবন-ঝটিকা.
রথ হয় এ মৃচ্ছকটিকা ;
শিবেরে করিয়া তোলে রুদ্র,-
কে ভাবে অধীর হবে উদধি,
হেরি থির নিথর সমুদ্র !

উষার স্নিগ্ধ মৃদু আলোকে,
ঢাকা মাধ্যন্দিন সূর্য্য,
প্রাণ ঢাকা প্রাণহীন পালকে,
বাঁশীতে স্তব্ধ রহে তূর্য্য।
এ মিলন মধুরে ও মধুরে,
ভুলায়ে রেখেছে বর-বধূরে,
মনসিজ হাসে বসি' অদূরে,
কাম, প্রেম হবে তারে ভস্মি' ;
ললাট-নেত্র জানি জ্বলিবে,
থাক্ আজ সংহত রশ্মি।

কোথা শুভ-বিবাহের দেবতা,
তুমি শুধু শুদ্ধ ও শান্ত ?
চারু কাম-যজ্ঞের হে হোতা,
আগুনে জ্বালাও দিক্প্রান্ত !
শান্ত শিষ্ট সাধু কুমারে,
কামনা করিতে নারে উমারে ;
দুর্ব্বল নাহি পায় ভূমারে,
বিত্ত না লভে হীনবীর্য্য ;
সৃজন করিতে নারে মহতে,
যন্ত্র বা জড় উদ্ভিজ্জ।

দধীচি-অস্থিজাত বজ্রে,
শোভা পায় দেবেন্দ্র-হস্ত,
কোন্ কাপুরুষ নির্লজ্জে,
শচী-শোভনার প্রেম ন্যস্ত ?
স্মরণ করিয়া বীর বাসবে,
পান কর প্রাণঘাতী আসবে,
অসুরধ্বংসী শূর তা'সবে,
নমোনমো জীবনের দ্বন্দ্বে,
ভার যাহা তারে ভার জানিয়া
সগর্ব্বে তুলে নাও স্কন্ধে !

বীর সন্তান কর সৃষ্টি,
নিজেরে করিয়া তোল ধন্য,
তবে সার্থক শুভদৃষ্টি,
সার্থক জননীর স্তন্য !
আজি এই উৎসব আড়ালে,
জীবনের স্রোতে আসি দাঁড়ালে,
সুদৃঢ় চরণ নাহি বাড়ালে,
স্রোতে ভেসে যাবে তৃণখণ্ড,
দণ্ডিত হবে চিরজীবনই,
নিজ হাতে না ধরিলে দণ্ড।

অসহায়

বাসনা-বহ্নি জ্বলুক জ্বলিতে দাও,
দেহ-অঙ্গার পাবক-পরশকামী,
মৃতার বক্ষে কেহ না বসন টানে—
শবের ললাটে সাজে না খয়েরী টিপ !

জীবনে বাঁচিবে, তবু করিবে না ভুল,
কে তুমি পাষাণ. কে তুমি অহঙ্কারী ?
চিরকাল যারে চলিতে হইবে পথে—
.বিপথে যাবে না, তাও সম্ভব কভু !

ভুল করে ভাল বাসিবে না অধরায়—
কেবা সে প্রেমিক, রসিক বলি না তারে ;
দিবে না আঘাত কভু যারে ভালবাস—
ভালবাসা সে কি লেজারে হিসাব রাখা ?

অপচয় করি' কাঁদিবে না অনুতাপে—
হোটেলে মদের পাত্র সমুখে ধরি',
বিমুখ করেছ প্রভাতে যে ভিখারীরে
কাঁদিবে না তুমি স্মরি' তার ম্লান মুখ ?

বারাঙ্গনার অঙ্গ চাপিয়া বুকে—
ভাবিবে না তুমি পকেটে রাখিয়া হাত,
কন্যাবে তব কিনে দেবে ফুলঝুরি—
বলিয়া এসেছ অফিস যাবার কালে!

খেলিবে না রেস বাঁধা দিয়ে স্ত্রীর চুড়ি—
মাতাল হইয়া ঘরে ফিরিবার কালে,
জ্বরেতে বেহুঁস পত্নীর তরে তুমি
কিনিয়া যতনে নেবে না ফাউল চপ!

মিছা কথা বলি' ঠকাবে না বন্ধুরে—
পুত্রের নামে কিনিতে মেলিন্স ফুড
কিনিয়া ফেলিবে পাঁইট-বোতল এক,
আরো পাঁচজনে ডাকিয়া খাবে না তাহা?

যে নারী হাসিয়া কথা কবে তব সনে,
পরম আদরে খাওয়াবে পায়েস রাঁধি—
বাড়িতে ফিরিয়া মনে কি হবে না তব,
তোমারে হয়ত মনে মনে বাসে ভাল।

ক্ষতি কি এতই ভুল করে যদি থাক—
খতায়ে দেখিলে দেখিবে সবারি ভুল,

এ-রূপে না হয় দেখিবে অন্য রূপে—
নিখুঁত জ্যামিতি নহে মানুষের মন!

টাকা ধার নিয়ে শুধিতে কেহ বা ভোলে—
বাজার খরচে দু'আনা যে নাহি দেয়,
চার পাঁচ পেগ অনায়াসে ষ্ট্যাণ্ড করে ;
মানব-মনের বিচিত্রতম গতি।

মানবী-গর্ভে ধরায় জন্মে যেই—
তার মত আর কেবা আছে অসহায়!
ভুল সে করিবে, বড়াই করিবে আরো
সব কাজে তার বজায় প্রিন্সিপল!

হায়রে মানুষ, হায়রে প্রিন্সিপল!
কে কোথায় জানি করিছে টহলদারী,
ভাবের ঘরেতে চুরি হয় তবু রোজই,
নয়নের জল ঝরিছে পৃথিবী জুড়ে।

যুগান্তর

বিজড়িত দুঃখসুখের
হেলায় গাঁথা মালা,
যৌবনেরি তপস্যাতে
সাজায় পূজার থালা।
ধুতুরা কি কর্ণিকা সে,
যোগীর তাতে কি যায় আসে!
কঠিন তপের অবকাশে
কঠিন প্রেমের পালা—
মদন ভস্ম, তবু আবার
জাগে মদন-জ্বালা।

অন্নপূর্ণা ভিখারী হায়,
শ্মশান-শিবে মাগি',
নূতন যুগের রুদ্র ক্ষোভে
রাত্রি কাটায় জাগি'।
কৈলাসে তার স্বপ্ন-তুষার
গলায় নাকো আলো ঊষার,
শ্মশান-ভস্ম বেশ-ভূষার
নয় সে অনুরাগী;

নূতন যুগের গৌরী ফেরে
ভূতনাথেরই লাগি'।

প্রাচীন ধরার স্বপ্ন এল
নূতন মূর্ত্তি ধরি',
জগত জুড়ে ভেসেছে আজ
বিপরীতের তরী।
পাগল ভোলা শিবের তরে
গৌরী এল পথের 'পরে,
হরের স্বপ্ন বিলাস-ঘরে
যায় যে মরি মরি,
বাইরে কবে মিলবে আবার
মহেশ মহেশ্বরী!

মোহ-মুদ্গার

হেথা অনেক কান্না কেঁদেছে অনেক লোকে,
কেহ অভ্যাসে, কেহ খেয়ালের ঝোঁকে,
করুণ কাব্য রচেছে ধোঁয়ার ছলে,
বুকের ব্যথায় ভেসেছে নয়ন-জলে;
নহেক কান্না আর—

চোখের অশ্রু শুকায়ে এসেছে,
সময় হয়েছে প্রাণপণে লড়িবার।

হেথা বহু কৌশল দেখাল বহুত জনে
দাঁড়ি-কমা-হীন বিকৃত কণ্ঠরণে।
বক্তৃতা কত গগন ভেদিয়া ওঠে,
চপল রসনা মুখমদ কত ছোটে ;
নহে বক্তৃতা আর—
কণ্ঠের ভাষা রুদ্ধ হয়েছে,
সময় হয়েছে চুপি চুপি মরিবার।

হেথা বহুকাল ধরে বহু হল পদসেবা,
চিনিতে নারিনু কেবা রাণী বাঁদী কেবা,
কে মাগিছে জল, কে শুধু টানিছে ঘানি,
প্রভুরে দিতেছে কে আপন দানা-পানি ;
নহে পদসেবা আর—
হাতের তেলোয় কড়া পড়িয়াছে
সময় হয়েছে চড়া সুর ধরিবার।

হেথা অনেক কলহ করেছে পরস্পরে
কাজের বেলায় অকাজের অবসরে,
দুয়ারে শত্রু তবুও মনের সুখে
হেনেছে কুঠার আপন জনের বুকে ;

নহে কোন্দল আর—
সমুখে দাঁড়ায়ে শত্রু হাসিছে,
সময় হয়েছে তার হাসি হরিবার।

হেথা মানুষ হয়েছে অনড় পাষাণ সম,
উদয়-আলোকে ঢাকিছে অস্ত তম ;
অতীত কীর্ত্তি সম্মুখে রচে বাধা,
নূতন যন্ত্র প্রাচীন মন্ত্রে বাঁধা—
নহে বন্ধন আর ;
প্রাচীন ভিত্তি শিথিল হয়েছে,
সময় হয়েছে পাকা ভিৎ গড়িবার।

হেথা অসীমকালের চক্র আবর্ত্তনে,
নাহি জানি কবে কোন্ সে অশুভক্ষণে
গিয়াছি পড়িয়া সে চাকার সব নীচে,
চলি চোখ বুজে সকলের পিছে পিছে,
নহেক পিছনে আর—
কালের চক্র ঘুরিয়া গিয়াছে,
সময় হয়েছে উপরেতে চড়িবার।

হেথা প্রহরী নিত্য ফিরিছে চুরির লোভে,
বিষ খেয়ে শিব কাঁদিছে মনঃক্ষোভে,

শ্মশানে যেন রে পুঞ্জিত চিতা-ধূমে,
রাত হ'ল ভাবি দিবস লুটায় ঘুমে,
নহেক নিদ্রা আর—
নিকটে মরণ বাহু মেলি' আছে,
সময় হয়েছে বোঝাপড়া করিবার।

গড়ের মাঠে শুয়ে—

চিৎ হয়ে শুয়ে আছি, আকাশের কাছাকাছি,
ট্রাম বাস ফিটন কি চল্‌ছে ?
যত মিট্‌মিটে তারা জুড়িয়াছে হা রা রা রা,
মনে হয়, মনুমেণ্ট টল্‌ছে !
লজ্জায় হয়ে লাল চাঁদিমা আধেক গাল
ঢেকেছে টানিয়া বুঝি ঘোমটা,
ছায়াপথ ? না না ও যে, রোদ লেগে বেশী 'ডোজ'-এ
ফেটে গেছে আকাশের 'ডোম'টা।
চিৎ হয়ে আছি শুয়ে, বোঁ বোঁ ডাক শুনি ভুঁয়ে,
কি ভীষণ বেগে ছোটে আকাশে ;
ছোটে তবু হয় মনে, পড়ে আছে এক কোণে,
পথে পড়ে মড়া যেন ফ্যাকাশে !

আকাশের তারা সব, করে নাকো কলরব,
তবু ঘোরে বন্ বন্ করিয়া,
মানুষের আশা কত! ছুটিতেছে অবিরত,
পাল্লা কি দেয় হয়ে মরীয়া ?
গুরু গুরু গুর গুর চলার নেশায় চুর,
ছোটা মিছে, বসে ছোটা মোটরে,
ছোট পাখী ভাবে যথা ফালি আকাশের কথা
ঝাপটিয়া ডানা নিজ কোটরে!
ফিরপোর দোতালায় লাল চোখে যারা খায়,
ভাবে তারা কি রঙীন ছুনিয়া:
শোনে না আকাশে গান ধ্বনিতেছে অবিরাম,
খুশী রহে টুং টাং শুনিয়া।
নরনারী পাশে বসে, ভাবে ছুটিতেছে কসে
সুখে ছোটে মদে আর ডিনারে ;
লাল নীল দেখে আলো ভাবে ঘুচিতেছে কালো,
জমিছে আঁধার নভো-মিনারে।
ধরায় এলায়ে দেহ লভি' মাটি-মার স্নেহ,
মানুষের প্রতি হয় করুণা ;
ছুটিছে জীবনটাই, মোটর অচল, ভাই,
পাকে চুল, ধরা রয় তরুণা!
এত রঙ আয়োজন, ভুলাতে মড়ার মন,
শবদেহ সাজাইতে বিলাসে ;

শুধু নীল মহাকাল সাজায় আকাশ-ভাল,
হাসে দেখে' মানুষের লীলা সে।
দেহ আর মাটি ছুঁয়ে দেখি কি তফাৎ ছু'য়ে,
পাশে দেখি কারা সুখে হাস্‌ছে ;
মাটি ফ্যালফ্যাল ক'রে দেখে কৌতুকভরে,
মড়ায় মড়ারে ভালবাসছে !

জড়

বিশ্ব সাথে নিগূঢ় বন্ধন নাহি করি অনুভব,
নাহি হেরি যোগাযোগ তৃণ পুষ্প পথধূলি সনে ;
চাঁদ ওঠে, নদী ছোটে, পাখী করে মিষ্ট কলরব,
নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা, নহে মোর প্রীতির কারণে।

উঠেছে ডুবেছে রবি যুগ যুগ প্রতিদিন ধরি',
মোর সুখে দৈন্যদুখে চিরদিন সমান উজ্জল।
বরষা বসন্ত শীত আসে চক্র আবর্ত্তন করি',
ব্যথিত ব্যথায় মম গতি কভু করেনি বিকল।

শ্মশানে জ্বলিছে চিতা, প্রিয়দেহ ভস্ম হয় ধীরে,
আকাশে বাতাসে তবু মাধুরীর চলে ছড়াছড়ি।
দেহমন ঢাকে যবে যন্ত্রণার অসহ্য তিমিরে,
প্রসন্ন প্রভাত হাসে, কেটে যায় ক্লান্ত বিভাবরী।

প্রকৃতি সে জড় চলে জড়ত্বের নিয়ম বন্ধনে,
মানুষেরই মনে আছে সুখদুঃখ সুন্দরের বোধ।
বাঁধা পথে নিত্য ধায় হাস্যলাস্য বেদনা ক্রন্দনে,
মোরা ভাবি প্রকৃতির পরিহাস উপহাস ক্রোধ।

আমরা কি জড় নহি, হাসি কাঁদি স্বভাব-অভ্যাসে,
সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে প্রকৃতির নিয়মেতে চলি।
অচ্ছেদ্য নিয়মবদ্ধ জীবনের প্রতিটি নিশ্বাসে ;
প্রাণ কোথা ? ভ্রান্তিবশে জড়েরে জীবন্ত মোরা বলি।

প্রকৃতির নিয়ন্তা সে জড় মূক প্রকৃতি আপনি,
আর কারো খেলা ইহা অক্ষমের ভ্রমান্ধ কল্পনা।
কেহ জাগরূক নাই ন্যায়অন্যায় পাপপুণ্য গণি',
দণ্ডহাতে এতদিন বিশ্বে কেহ করেনি চালনা।

আপনি চলেছে সৃষ্টি বীজ হতে হতেছে অঙ্কুর,
কদর্য্যতা বীভৎসতা পাপপুণ্য কোথা কিছু নাই।

অন্ধ কবি ভাবে, শোনে কত মধু অন্তহীন সুর,
ধূলিরে ভাবে না ধূলি, ভাবে ছাই নহে শুধু ছাই।

আছে সুর, ওঠে তাহা নিখিলের গতির প্রবাহে;
জন্ম আর মৃত্যু আছে এইমাত্র নিয়ম অনাদি।
প্রেমিক ধূলির সনে আপন যোগের গান গাহে,
অস্তিত্ব নাহিক যার, পায়ে তার চিত্ত রাখে বাঁধি'।

কভু কি দেখেছ তুমি আর্ত্ত যবে পীড়িত ধরণী,
মানুষের হাহাকারে মেঘ হতে ঝরিয়াছে জল?
তোমার হৃদয়ে যবে ওঠে ব্যর্থ ক্রন্দনের ধ্বনি
থেমেছে কি ক্ষণতরে প্রকৃতির নিত্য কোলাহল?

দেখেছ কখনো তুমি নীলাকাশ হয়েছে পাণ্ডুর
রৌদ্রতাপে দগ্ধ যবে শস্যভরা শ্যাম বসুন্ধরা?
রোগ-যন্ত্রণায় রোগী শোনে কভু তারকার সুর,
ব্যথায় ব্যথিত হয়ে রজনী কি পলায় সত্বরা?

প্রাণহীন জড় লয়ে কল্পনার নাহিক অবধি;
ছন্দ গান কবিত্বের প্রস্রবণ নিত্য উৎসারিত।
যে কাঁদে সে কাঁদে, আর যে হাসে সে হাসে নিরবধি,
জর্জ্জর যে বেদনায় সে হতেছে নিত্য জর্জ্জরিত।

তুই মনুষ্যের মাঝে তিলমাত্র নাহি কোথা মিল,
স্বভাবের বশে দেখি রহে সবে নিত্য আত্মহারা।
আমি ব্যথাতুর যবে হাসিতেছে অনন্ত নিখিল,
পূর্ণ যবে কণ্ঠ দেখি প্রকৃতি ঢালিছে সুধাধারা।

হাসি পায় শুনি যবে মানুষের যন্ত্রণাবিলাপ,
অজানা শক্তির পায়ে জানায় করুণ অভিযোগ।
পীড়া যবে বাড়ে, হানে তারি নামে ব্যর্থ অভিশাপ,
তবু হায় নিত্য রহে একই ভাবে বেদনাবিয়োগ।

বৃক্ষলতা পশুপক্ষী তুমি আমি অনন্ত সংসার
নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা যুগ যুগ একই ভাবে চলি।
সাধ্য নাই পলমাত্র ভিন্ন নীতি করিতে প্রচার
সাধ্য নাই ক্ষণতরে সে নিয়ম পায়ে যাই দলি'।

ধাঁধা

অন্নহীন, বস্ত্রহীন, দীর্ণজীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার,
পরপদানত, যার অপরের প্রসাদে জীবিকা,
সহসা তাহারে দেখি, পরিয়াছে রাজ-অলঙ্কার,
বাহির হয়েছে পথে গর্ব্বে চড়ি' রাজার শিবিকা!
মনে হয় সৃষ্টিমাঝে ঘটিয়াছে কোনো বিপর্য্যয়,
হিমে ঢাকা গিরিচূড়া বুঝি আজ ডুবিল সাগরে,
হয়ত পশ্চিমাকাশে ঘটিয়াছে নব সূর্য্যোদয়,
ভিক্ষুক হয়েছে রাজা, সিংহাসনে বসেছে হাঘরে।
কারাগারে ভাই যার, দুর্ভিক্ষে মরিছে যার মাতা,
বিধাতার রুদ্ররোষে মরুভূমি হ'ল যার গ্রাম,
মুখে অন্ন নাই আর বুকে যার ঘর্ঘরিত জাঁতা,
শ্মশান-চুল্লীর 'পরে পূরিছে যাদের মনস্কাম—
তাদেরই নগর-সৌধ উঠিতেছে অভ্রভেদী হয়ে,
কার্নিভালে জ্বলিতেছে লক্ষ লক্ষ বিদ্যুৎ-বর্ত্তিকা;
স্থানাভাবে ফেরে লোক ম্লানমুখে নাট্যরঙ্গালয়ে;
মূক ও মুখর চিত্রে পড়ে না মুহূর্ত্ত যবনিকা।
মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার আর চা-খানায় সাজিছে শ্মশান,
মৃত ও লাঞ্ছিতে ভুলি' আত্মহারা ছুটিছে মোটর,
প্রতীক্ষা করিয়া আছি, কবে বিধাতার বজ্রবাণ
পড়িবে এদের শিরে, মিলিবে এ ধাঁধার উত্তর।

জাঁতা

ঘর্ ঘর্ ঘোরে জাঁতা—
জাঁতা ঘর্ ঘর্ ঘুরিছে, ভাঙিছে অভাগা ডালের মাথা।
ভাঙা মাথা জোড়া না যায়, যায় না কোনো ইতিহাস রেখে,
আঁধার আকাশে কালো অক্ষরে মহাকাল কি যে লেখে,
লিখে যায় অবিরাম—
'বল হরি হরিবোল' অথবা সে 'সত্ হ্যায় রাম নাম।'

ঘর্ ঘর্ ঘোরে জাঁতা—
আকাশ ফাটিয়া ঝরে জল, তার ধূলায় আসন পাতা।
সে জল পথের কাদায় বিলীন পথেই শুকায়ে থাকে,
প্রখর রৌদ্রে লাল ধূলা শুধু ঘুরিছে ঘূর্ণীপাকে।
মরুভূমি হ'ল গ্রাম—
'বল হরি হরিবোল' অথবা সে 'সত্ হ্যায় রাম নাম।'

ঘর্ ঘর্ ঘোরে জাঁতা—
রাজমহিষীর সকলি গিয়েছে সম্বল ছেঁড়া কাঁথা।
সেই ছেঁড়া কাঁথা বিষ্ণুচক্রে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পড়ে,
দেবীপাদপীঠ গহনে গহনে তার পরে ঘরে ঘরে।
এ পূজার ঋক্-সাম—
'বল হরি হরিবোল' অথবা সে 'সত্ হ্যায় রাম নাম।'

দিনান্তে

হে দেবী, তোমার করিতে পারিনি সেবা,
এতকাল শুধু করেছি পূজার ভান—
বুঝিতে পারিনি কে মহিষী, বাঁদী কেবা
না জেনে হয়ত করিয়াছি অপমান।
যে আলো দেখেছি গগনের কালো বুকে
ভুল করে গেছি আলেয়া তাহারে ভাবি ;
যে আলো চকিতে ঝলসে মশালমুখে
সেই করে গেছে সূর্য্য-প্রণাম দাবী।

হাটের ভিড়েতে হয় না তোমার পূজা
মুদ্রাযন্ত্র নহেক যন্ত্র তব—
তুমি বীণাপাণি, নহ তুমি দশভুজা,
নূতনের যুগে যত সাজ অভিনব !
যন্ত্রেরে বীণা ভাবিয়াছিলাম ভুলে,
মনে হয়েছিল শোনা যায় কিছু সুর,
আজিকে সহসা দেখি যে হিসাব খুলে
তোমা হতে দেবী চলে গেছি বহুদূর !

হে দেবী, দিবস মিলায় অস্তাচলে,
ভুল ভাঙিবার আছে কি সময় আর—
ভাস্বর দিন কেটে গেল কোলাহলে
প্রতিহারী সেজে রাখিনু তোমার দ্বার ;
তব মন্দিরে বিফল খবরদারী
এতকাল যারা করিয়া আসিল দেবী,
নয়নে তাদের ঘনায় নয়ন-বারি—
যেতে চায় কাছে নিভৃতে তোমারে সেবি।

ভাবিয়া এসেছি, সাহিত্য-হরিজনে
অশুচি করিছে মন্দির-প্রাঙ্গণ ;
শতমুখী হাতে তাই যে ভ্রান্ত মনে
পাপ বিদায়ের করিয়াছিলাম পণ।
সে পাপের জ্বালা জ্বলিছে অঙ্গজুড়ে,
নারিনু জননী, পঁহুছিতে তব কাছে,
বাহির দেউলে শুধু মরিলাম ঘুরে—
আজি অবেলায় আর কি সময় আছে!

মনপথে যেথা তোমার নিকটে গতি,
কি হবে রুধিয়া সেথা বাহিরের দ্বার ;
এতদিনে দেবী, দিয়েছ এ শুভমতি—
সবার সমান দেবী-পূজা-অধিকার।

শুচিস্নান করি হে দেবী, সন্ধ্যাবেলা
তোমার পূজায় ভক্তে বসিতে দিও—
দিবসে আমার করিয়াছি অবহেলা
দিনান্ত মোর হয় যেন রমণীয়।

অগ্নিদূত

ফাগুন-দুপুরে আগুন জ্বলিছে
খাঁ খাঁ করে চারিদিক,
ঝাঁঝাঁ রোদ্দুর শূন্য ছাদের 'পরে—
সৃজন করিছে দগ্ধ মরুর
মরীচিকা যেন ঠিক,
শ্মশান-নগরী ঝিমায় তন্দ্রাভরে।
অর্গল আঁটা সব বাতায়নে,
পাণ্ডুর নীলাকাশ,
ঝাঁকে ঝাঁকে চিল উড়িছে কিসের লোভে
কপোত কপোতী আলিসার কোণে
ফেলিছে ক্লান্ত শ্বাস,
কা কা করে কাক যেন কি মনঃক্ষোভে।

পতিতপত্র দেবদারু-শাখে
ঝলসিছে কিশলয়,
নারিকেল-তরু এলায়েছে পাতাগুলি।
চড়াই খুঁজিছে শূন্য খোপেতে
সুনিভৃত আশ্রয় ;—
তপ্ত উঠানে ফেরে না কাকলি তুলি'।

ঘূর্ণী হাওয়ায় শুষ্ক পত্র
ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়ে,
ধূলি-কুণ্ডলী কভু বা ধরিছে ফণা ;
বাতাস কাঁদিছে অতি দূরে কোথা
চাপা কান্নার সুরে
ফাগুন-আগুনে যেন সে ক্ষুণ্ণমনা।

নীলিমা ধূসর, পাণ্ডু সবুজ,
দিবসে গভীর রাতি,
রৌদ্র রচিছে বিজন নিশীথ-মোহ ;
কাকেরা জাগিছে আর্ত্তকণ্ঠে
জ্বালায়ে দিনের বাতি,
তন্দ্রালুপ্ত দিবসের সমারোহ।

পসরা নামায়ে পসারী ঘুমায়—
ছায়া-করা দাওয়াখানি ;
উলঙ্গ শিশু মেঝেতে উপুড় হয়ে

নিদ্রিতা মা'র পরশ লভিছে
বুকের বসন টানি'
আঁখিপাতা তাঁর টেনে ধরে সংশয়ে।

কোনো বিরহিণী বাতায়ন-ফাঁকে
চাহিয়া দূরের পানে
দেখে চারিদিক খাঁ খাঁ মরু সুবিজন,—
শূন্যতা শুধু শূন্যতা আনে
চিন্তাবিহীন প্রাণে
অজানা কারণে ভরে ওঠে আঁখি-কোণ।

কাবুলি একটি লাঠি হাতে তার
বসেছে গলির কোণে—
শূন্যমনেতে ভুলিয়াছে ঠাঁই-কাল,
পাহাড়ী দেশের বাহারী সখীরে
পড়ে বুঝি তার মনে,
সুদ আর টাকা মনে হয় জঞ্জাল।

ধূলি ওড়ে শুধু রহিয়া রহিয়া
পথিকবিহীন পথে
ঘুমায় কুকুর বিরলপত্র ছায়,
রৌদ্র-দগ্ধ অন্ধ ভিখারী
পথে বসি কোনো মতে;
প্রার্থনা, মুখে অতি ক্ষীণ বাহিরায়।

গরীবের বধূ একেলা বসিয়া
সেলাই করিছে কিছু,
অথবা বাসন মাজিছে শান্ত মনে।
আপিসে কেরানী লিখিতেছে খাতা
মাথাটি করিয়া নীচু—
হতাশে নিশাস ফেলিয়া ক্ষণে ক্ষণে।
বাহিরে তাকায়ে দেখে লালে লাল
কৃষ্ণচূড়ার শাখা,
নাগকেশরের গন্ধ ভাসিয়া আসে ;
যক্ষপুরীর কাজ কোলাহল
ক্ষণেক পড়িতে ঢাকা
ভাবে অদৃষ্ট দরিদ্রে পরিহাসে।
খাঁখাঁ চারিদিক, নগরের বায়ু
উষ্ণ রৌদ্র-তাপে
কি যেন মোহের স্বপন মনেতে আনে ;
ফাগুন দিবসে বিরহী যক্ষ
নিষ্ঠুর কার শাপে
আগুনে পাঠাল প্রেয়সীর সন্ধানে।

ব্যর্থতা

জীবন-প্রভাতে দীপ্ত অরুণালোকে
অনেক আশায় তরণী ভাসানু জলে,-
উচ্ছ্বাস ছিল অধীরতা ছিল মনে,
শুনেছিনু সুর নদীজল-কলকলে।
কে অজানা দূর পার হতে দিল ডাক,
ভাবিনু 'মিথ্যা' পিছনে পড়িয়া থাক,
চলার আবেগে তরণী দিলাম খুলি'
দৃপ্ত প্রভাতে নবযৌবন-বলে ;
পার হব—কোথা পার নাহি থাক জানা,
না হয় জুটিব দিক্-হারাদের দলে।

নদীতে তখন ছিল না ত খরবেগ,
মনের কোণেতে ছিল না শঙ্কা-ভয় ;
গগনের বুকে ছিল না মেঘের রেখা,—
পূর্ব্ব আকাশে সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়।
অনুকূল বায়ে দিলাম তুলিয়া পাল,
অনেক আশায় ধরিয়া বসিনু হাল,
ছুটিল তরণী উচ্ছল কলরবে—
কূল মিলিবার না রহিল সংশয় ;

পৌঁছিনু কত নিত্য নূতন দেশে,
কত অজানার লভিলাম পরিচয়।

স্রোতের আঘাতে চলিতেছিলাম সুখে,
পথ-সম্ভারে ভরিল তরণীখান,
সুদূর হইতে তখনো শুনিনু কানে
সাগর-পারের আশাভরা আহ্বান—
"এস হে যাত্রী, এখানে পথের শেষ,
সকল খোঁজার হেথা পাবে উদ্দেশ,
এস এস এই চির আলোকের দেশে"—
হৃদয়ে জাগিল আলোকের জয়গান;
তরতর করি চলিল তরণী মোর,
মধ্য গগনে সূর্য্য জ্যোতিষ্মান।

জানি না কখন গগনে উদিল মেঘ,
উত্তাল নদী বহে বেগে ক্ষুর-ধার,
প্রবল ঝঞ্ঝা গর্জ্জি' আসিল ছুটি'—
নদী আর কূল আঁধারেতে একাকার।
ব্যাকুল হইয়া তুফানের আগে লড়ি,
ছিঁড়ে গেল পাল ছিঁড়ে গেল দড়াদড়ি,

অন্ধকারেতে না পাই পথের দিশা—
দূর-আহ্বান পশে না শ্রবণে আর—
কোথায় চলেছি কিছু নাহি মোর জানা,
ব্যাকুল বক্ষে উঠিতেছে হাহাকার।

পথ-সঞ্চয় ফেলিলাম নদীবুকে—
ব্যর্থ ভারেতে তরণী ডুবিবে কি রে ?
কখনো অগাধ জলে করে টলমল,
কখনো সবেগে আঘাত হানিছে তীরে
বেলা কত হ'ল—শেষ কিবা দিনমান,
কোন্ পথে যাই মিলে না সে সন্ধান,
বসে আছি শুধু ভাঙা হালখানি ধরি',
গভীর নিরাশা বক্ষ ফেলেছে ঘিরে ;
বিদ্যুৎ শুধু রহি' রহি' চমকায়
দীপ্ত কুঠারে তিমির-বক্ষ চিরে।

ভাঙিল কি তরী, ডুবিবে কি তরীখান,
আরো কত দূরে যাত্রা-পথের শেষ ?
কিছু নাহি জানি, পথ-হারানোর দুখে
ভুলিব কি আমি বৃথা-যাত্রার ক্লেশ !

প্রভাত-স্বপন মনে নাহি আর লিখা,
শুধু চোখে জাগে ব্যর্থতা-বিভীষিকা,
কোন্ পথে মোর মিলিবে সাগর-কূল—
আজি কোথা হায় মিলিবে সে উদ্দেশ ;
নাহি আর মনে যৌবন-অধীরতা,
পথ চলিবার নাহি আর সে আবেশ।

যাত্রা আমার ব্যর্থ হয়েছে ওরে,
হতাশা আমার চিত্ত ভরেছে হায় ;
কেটেছে তুফান অসীম সাগর-মাঝে—
আলো নাহি হেরি কোনো দূর কিনারায়
স্তব্ধ সাগরে ক্ষীণ তরঙ্গ জাগে,
দূরের রাগিণী কানে আর নাহি লাগে,
ডুবিব কখন তাহার আশায় আছি—
ভাঙা হালে তরী বহা যে বিষম দায় ;
কূলে ভিড়িবার নাহি আর মোর আশা,
তল মিলিবার রয়েছি অপেক্ষায়।

স্বপ্নভঙ্গ

আহত বায়ু ফিরিয়া আসে, পশে না আলো-কণা,
প্রহর সেথা স্তব্ধ রহে উদাস আনমনা।
গভীর কালো ব্যাপিয়া আছে,
হিম শীতল বুকের কাছে
পাতালপুরীর নাগবালারা ধরিয়া আছে ফণা,
ধরার আলো-বাতাস সেথা করে না আনাগোনা।

অন্ধকারে বন্ধ ছিল তন্দ্রাহত হিয়া,
পাষাণ-পূরে তুষার সম আছিল মূরছিয়া।
দেখিত হত-চেতন ঘুমে,
কে যেন আসি' ললাট চুমে,
পরশ-লোভী আঁধার শুধু উঠিত শিহরিয়া,
আধেক মায়া মিলায়ে যেত আধেক ধরা দিয়া।

এমনি ক'রে কেটেছে দিন কেটেছে কত রাতি,
ঘুমেতে পেয়ে, জাগিয়া তারে খুঁজিত পাতি পাতি,
আঘাত হানি' তটের বুকে
উর্ম্মি কোথা মরিছে দুখে,

কে জানে কোথা কাঁপন-সুখে নিবিয়া মরে বাতি ;
বন্ধ ঘরের আঁধার শুধু একলা কাঁদার সাথী।

বাহির হতে একদা সেথা চকিতে এলো কে সে,
আনিল বহি' বাতাস-আলো শিথিল এলোকেশে
চমক আনি' অন্ধকারে,
কাঁপন তুলি' জড়তা-ভারে
হিম-নিঝুম পাষাণপুরে তরল হাসি হেসে,
ললাটখানি চুমিল তার গভীর ভালোবেসে।

চুমিল তার চক্ষু দুটি কহিল, "দেখ চাহি—
সুদূর পথ, পাহাড়-বন আলোকে অবগাহি'—
লক্ষযুগ তোমার লাগি'
স্বপন দেখি' উঠেছে জাগি' ;
এবার পথ চলিতে হবে তিমির অতিবাহি' ;
নিখিল ধরা দিয়েছে ডাক, আমি বারতাবাহী।

স্বপন সম মিলায় বালা শিহর তুলি' চিতে,
সমুখে চাহে, পিছনে চাহে, চাহে সে চারিভিতে।
বদ্ধ বায়ু অন্ধ কারা
চকিতে পেল প্রাণের সাড়া,

যুগান্তের জড়তা যেন টুটিল আচম্বিতে !
ধরিতে চাহে ক্ষণেক-পাওয়া পরম পরিচিতে।

খুঁজিতে এরে অচেনা পথে বাহির হতে হবে,
কে জানে ধরা কাহার লাগি' জাগিছে কলরবে
একটি চুমা ঠোঁটের 'পরে
ব্যাকুলতায় কাঁদিয়া মরে,
ফিরিয়া পেতে হারানো চুমা বাহির হ'ল ভবে,
সেদিন হতে যাত্রা সুরু, শেষ না জানি কবে।

আহ্বান

চিতাধূমে সমাচ্ছন্ন বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
পথিক দাঁড়াল নদীকূলে,
নয়ন মুদিয়া আসে ক্লান্তি ও তন্দ্রায়
খুঁজিছে আশ্রয় তরুমূলে ।
এপারে আঁধার আর ওপারে আঁধার,
মধ্যে বহে খরস্রোতা নদী,
কানে আসে দূর হতে ডাকে বারম্বার,
সীমাহীন দুস্তর জলধি ।

আকাশ আচ্ছন্ন মেঘে বেগে বায়ু বহে,
অবিরল ঝরে বৃষ্টিধার,
তমোজাল ছিন্ন করে সুতীব্র আগ্রহে
শাণিত বিদ্যুৎ-তরবার।
নির্ব্বাপিত চিতাবহ্নি বৃষ্টি জলধারে—
আকাশে ব্যাকুল বাহু দুটি,
প্রসারিত করাঙ্গুলি ডাকিয়া কাহারে
হতাশায় রুদ্ধ করে মুঠি।
পথিক দেখিল শুধু স্তব্ধ নির্নিমেষ,
শুনিল কে করিছে আহ্বান,
"এস এস, আজো দ্বিধা হয় নাই শেষ?
প্রতীক্ষা করিছে মোর প্রাণ!"
বন হতে বনান্তরে ফিরিছে গুমরি'
করুণ কাতর সেই স্বর;
কান পাতি' যত শোনে, স্তব্ধ বিভাবরী,
বনে শুধু পাতার মর্ম্মর;
আকাশে অশান্ত মেঘ করিছে গর্জ্জন,
নদী বহে ছল ছল সুরে,
জলে নিমজ্জিত চিতা স্তম্ভিত পবন,
তবু স্বর মিলায় সুদূরে।
নদীজলে বনে বনে, আকাশের মেঘে
'এস এস' জাগে হাহাকার,

চরণ চলে না তবু অন্তর আবেগে
স্পন্দিত নিরন্ধ্র অন্ধকার।
পুঞ্জীভূত সে স্পন্দনে আলোকের রেখা,
কাঁপিল, ছিঁড়িল মায়াজাল,
নদীতীরে দেখে পান্থ শীর্ণ পথরেখা
দূর হয় বনের আড়াল ;
পুনঃ হ'ল যাত্রা সুরু, যাত্রা চিরন্তন—
অতীতের চিতাবহ্নি জ্বলে,
মোহ ভ্রান্তি পশ্চাতের করুণ ক্রন্দন—
কাঁপে শূন্যে কাঁপে জলস্থলে ;
এপারে আঁধার আর ওপারে আঁধার,
মধ্যে বহে খরস্রোতা নদী—
কানে আসে দূর হতে ডাকে বারম্বার—
সীমাহীন দুস্তর জলধি।

মৃত্যু-মাধুরী

উঠ হিমাদ্রি-প্রায়,
দুঃখসিন্ধু হের গরজিছে
ব্যথাবেদনার লোনাজল উথলায়।
ক্রূর নিপীড়নে কম্পিত আজি
ক্ষুব্ধ সাগর-তল,
ধাতব পৃথ্বী বাষ্প-বিকারে
মথিছে সিন্ধু-জল।
ওরে লাঞ্ছিত, ভূকম্প-বেগে
উৎসারো আপনায়,
অদ্রি সমান লেহিয়া অভ্র
উঠ নিজ মহিমায়।
জাগ হিমাচল-প্রায়।

জাগিয়াছে ভূতনাথ।
আগ্নেয় গিরি উন্মাদ যেন
দিকে দিগন্তে করে অগ্ন্যুৎপাত।
বিষ্ণুচক্রে হের বরাভয়,
বিদরে অন্ধকার,
মৃত্যুর মাঝে অমৃত-মাধুরী
নেহারো চমৎকার!

বক্ষে বক্ষে দেবী-পাদপীঠ
এ নহে অকস্মাৎ,
সতী-শব কাঁধে নটরাজ করে
উন্মাদ পদপাত!
ক্ষিপ্ত প্রমথনাথ।

জাগ্‌রে মানুষ জাগ্‌,
দেবী-মন্দিরে শিবা-সারমেয়
লেহন করিছে পুণ্য যজ্ঞভাগ!
শকুনি গৃধিনী মন্দিরদ্বারে
প্রহরী সেজেছে আজ,
ভক্ত বাহিরে ক্রন্দন করে,
ভুলিয়াছে ঘৃণা লাজ;
দেবীর চরণে মন নাই তার,
আপনাতে অনুরাগ,
ভক্ত কি দেহে রক্ত থাকিতে
নাশিবারে দেয় যাগ্‌!
ওরে অমানুষ জাগ্‌।

কর, কর, সংগ্রাম।
মৃত্যু ক্ষণিক, শাশ্বত জানি
মহাকাল ভালে অগ্নি-আখরে নাম!

কীটপতঙ্গ বাঁচে তারা, আছে
বাঁচিবার যত দিন,
মানুষই করিতে পারে জীবনেরে
মহৎ অথবা দীন।
জননীর ক্রোড়ে জনমে মানুষ,
ধরা তার বিশ্রাম,
সেই বীর তারে প্রণমি যাহার
মৃত্যুও অভিরাম!
কর, কর, সংগ্রাম।

আলোড়িয়া তোল ঝড়,
যুগে যুগে যত সঞ্চিত মেঘ
নিবিড় করিয়া ঢেকেছে নীলাম্বর।
ঝঞ্ঝার বেগে পড় যদি. পড়
ধূলায় ভগ্ন পাখা,
বীরের ললাটে পঙ্কে-শোণিতে
তিলক রহিবে আঁকা।
মৃত্যু-আঁধার আসিবে নামিয়া
হয় ত নয়ন 'পর,
তবুও পুলকে দেখিবে হাসিছে
নীলাকাশ সুন্দর—
কখন থেমেছে ঝড়!

জন্মাষ্টমী

কৃষ্ণ পক্ষ, অষ্টমী তিথি, ভাদ্র মাস,
শশীহীনা নিশি নিরন্ধ্র কালো কৃষ্ণমেঘে—
কংস-কারায় বন্দীরা ফেলে তপ্তশ্বাস,
ঝলসে গগন, মাতাল পবন বহিছে বেগে।
আঁধার বসনে ঝলমল করে জরির পাড়,
এপার ওপার ত্বপারে যমুনা অন্ধকার।

বনে বনে গাছে শাখায় পাতায় শ্বসিছে বায়ু,
পাষাণ-পুরীর রুদ্ধ দুয়ারে হানে আঘাত,
ঘুমায় কংস, মথুরা-পতির ফুরায় আয়ু,
গরজায় মেঘ খনে খনে হয় বজ্রপাত ;
গগনে পবনে মেঘে বিদ্যুতে এক-আকার,
এপার ওপার ত্বপারে যমুনা অন্ধকার।

প্রসব-ব্যথায় ধূলায় লুটায় দেবকী-মাতা,
পিতা বসুদেব, চরণে হস্তে বাজে শিকল ;
তিমির-বিদারী দেবতা, কংস-ভয়ত্রাতা
হবে ভূমিষ্ঠ, মহাকাল-গতি ভয়ে বিকল।

শিকলে শিকলে শুধু ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার,
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।

সহসা উঠিল আলো অপরূপ উদ্ভাসিয়া,
মৃতের নয়নে জ্বল জ্বল করে অমৃতভাতি,
দেবকী-মাতার দুই আঁখি জলে যায় ভাসিয়া,
পিতা বসুদেব ভাবেন প্রভাত তিমিররাতি।
আলো কোলে নিয়ে যেন তিমিরের এ অভিসার—
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।

প্রাবৃট্নিশার আকাশের শশী ভূতলে নামে,
পিতা বসুদেব ইষ্টের নাম জপেন ভয়ে,
দেবকী-মাতার কোলের কাছেতে সে আলো থামে,
আলেয়ার মত ভেসে ভেসে চলে নন্দালয়ে।
হাসে শিশুচাঁদ তবু কোল্ খালি যশোদা মার,
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।

কংসকারায় কৃষ্ণজননী মূর্চ্ছাতুরা,
স্বপ্নাবিষ্ট পিতা বসুদেব জাগিয়া বসে,
উঠিয়া দাঁড়ায় করে প্রমত্ত এ কোন্ সুরা,
এক নিমেষেই হাতের পায়ের শিকল খসে।

চকিতে খোলে যে অন্ধ কারার পাষাণ-দ্বার—
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।

ভগবান-ক্রোড়ে ভয়ার্ত্ত পিতা বাহিরে আসে,
মূর্চ্ছাভঙ্গে ব্যাকুলা জননী দাঁড়ান দ্বারে।
অষ্টমী তিথি, মেঘে বিদ্যুতে ঝটিকাশ্বাসে
রজনী ভীষণা, বিরামবিহীন বৃষ্টিধারে।
নিজে ভগবান ব্যাকুল পিতারে করান পার—
এপার ওপ'র দুপারে যমুনা অন্ধকার।

প্রগাঢ় তিমিরে ঘুমান কৃষ্ণ পিতার কোলে,
মত্ত পবন মেঘ ও অশনি হাঁকিছে শিরে।
প্রসব-ব্যথায় যেন চরাচর ব্যাকুল দোলে,
স্খলিত নৃত্যে পৌঁছিবে শেষে আলোর তীরে।
যশোদার ক্রোড়ে নিয়ে যেতে হবে গোপালে তাঁর,
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।

ভুল

ভেবেছিলাম অজগরের মাথার মণি গেছে খসে,
তরঙ্গিণী হারিয়েছে তার বেগ ;
ভেবেছিলাম চপল মন কঠিন হ'ল আপন দোষে,
পাষাণ সম হ'ল নিরুদ্বেগ !
যে ক্ষুরধার অস্ত্রখানি আঘাত 'পরে আঘাত হানি,—
আমার হাতে ধরিয়াছিল শোভা,
সহসা কবে কাহার শাপে অসিবিহীন হস্ত কাঁপে,
বাচাল যেন চকিতে হ'ল বোবা।
আকাশ ভুবন করিয়া কালো মুহুর্মুহু গর্জ্জি' রোষে
নিমেষে যেন লুকালো কালো মেঘ।
ভেবেছিলাম অজগরের মাথার মণি গেছে খসে
তরঙ্গিণী হারিয়েছে তার বেগ।

ক্ষ্যাপা কখন পরশমণি কুড়ায়ে পেয়ে খেয়ালহীন
ধূলির পথে ফেলিয়া দিল ছুঁড়ে,
ললাটে শুধু হানিয়া কর কাঁদিয়া মরে দীর্ঘদিন
খুঁজিয়া ফেরে সারা ভুবন জুড়ে।

ভাবিয়াছিল পাবে না ফিরে সহসা কোন সাগরতীরে
কুড়ায়ে পেল হারানো সেই মণি—
তাহারে লয়ে করিবে কিসে ভাবিয়া ক্ষ্যাপা হারায় দিশে
আপন মনে শোনে জলের ধ্বনি।
পরশমণি পাইল তবু নিজেরে ক্ষ্যাপা ভাবিল দীন,
ভাবিল কেন গেল না চলি' দূরে—
ক্ষ্যাপা কখন পরশমণি কুড়ায়ে পেয়ে খেয়ালহীন
ধূলির পথে ফেলিয়া দিল ছুঁড়ে।

আবার কেন নূতন করে প্রবল হাওয়া লাগিল পালে
তরণী মোর হয়েছে বানচাল—
আবার কেন আশার ভাতি দিতেছে দেখা শুষ্ক ভালে,
পড়ে না মনে হ'ল অনেক কাল।
তখন ছিল অনেক আশা—মনের মতই ছিল ভাষা—
ছিল অনেক খ্যাতি যশের লোভ,
ঘনায়ে পুন আসিল মেঘ, হারিয়েছিল যে স্রোতোবেগ
ফিরিয়া পেনু তবুও জাগে ক্ষোভ ;
বিবাগী মন তবুও বলে, কাটিয়া এলে যে মায়াজালে
তারে লয়ে না বাড়ায়ো জঞ্জাল।
আবার কেন নূতন করে প্রবল হাওয়া লাগিল পালে
তরণী মোর হয়েছে বানচাল।

মধ্য দিনের প্রখর রবি অস্তাচলে পড়িছে ঢলি'
রৌদ্র মিলায় বেলা বহিয়া যায়—
যে পথ দিয়া একেলা আমি সঙ্গীহীন আসিনু চলি'
সে পথখানি ভরিল ইসারায়—
পুরানো মালা শুকায়ে গলে—নবীন হ'ল চোখের জলে
হারায়ে বাস সুবাস দেয় ফুল—
লেখনী পুন লইনু তুলি, ধূলিরে আর মানি না ধূলি,
থাক্ যতদিন থাকে মনের ভুল ;
ঝরিয়া পড়া ফুলের মনে ভাবনা, কবে আসিবে অলি
শবের ছাতি ফাটিছে পিপাসায়—
মধ্য দিনের প্রখর রবি অস্তাচলে পড়িছে ঢলি'
রৌদ্র মিলায় বেলা বহিয়া যায়।

অন্নপূর্ণা জাগো

নিদ্রিতা সতী, শিব-শঙ্কর জাগে,
চমকিয়া জাগে কৈলাসে মহাকাল,
ঘুমভাঙা আঁখি রাঙা নব অনুরাগে,
অনুরাগ-রাঙা যেন কালো জটাজাল
শিবের বিভূতি লাগে শিবানীর গায়,
জটার গঙ্গা অনুভবে শিহরায় ,
হরের গৌরী তবু না ফিরিয়া চায়,
স্বেদ-লাঞ্ছিত ভোলা মহেশের ভাল।
ভিখারী দেবতা, ক্ষুধিত দেবতা, মাগো—
জাগো শঙ্করী, অন্নপূর্ণা জাগো।

অশিব যজ্ঞ, বন্ধ শিবের পূজা,
গৃহ গৃহীহীন, শূন্য ভিক্ষাঝুলি ;
জাগো অন্নদা, জাগো মা চতুর্ভুজা—
একেলা প্রহর জাগিছে শম্ভূশূলী
চরাচর ঘুরে মেলেনি ভিক্ষা তার,
ত্রিভুবন ভরি' শ্মশানের হাহাকার,

চিতাহীন শব ছেয়ে আছে চারিধার—
ব্যর্থ হয়েছে 'বম্ বম্' শিব-বুলি।
ব্যথিত দেবতা দুয়ারে এসেছে মাগো—
জাগো শঙ্করী, অন্নপূর্ণা জাগো।

ঘুমায় শিবানী, শিব জেগে বিহ্বল,
নিখিল বিশ্ব আছে প্রতীক্ষা করি';
জটার বাঁধনে বাঁধা গঙ্গার জল
মুক্তি লভিবে জাগিলে মহেশ্বরী।
সতী মরে নাই, শিব সেজে নটনাথ
তাণ্ডবে মেতে স্খলিত চরণপাত
করিবে না, সতী জাগিয়া অকস্মাৎ
সভয়ে শিহরি' লজ্জায় যাবে মরি'।
পাগল মহেশ, কে জানে কি হয় মাগো—
জাগো শঙ্করী, অন্নপূর্ণা জাগো।

জানি একদিন সতীহারা শঙ্কর,
চমকি' জাগিবে প্রলয়ঙ্কর রূপে,
ফেলে বাঘছাল, নাচিবে দিগম্বর,
কাঁপন লাগিবে মৃত-কঙ্কাল স্তূপে

আজো আসে নাই সেই ঘোর দুর্দ্দিন,
শিবের ঘরণী গাঢ় নিদ্রায় লীন,
জাগে মহাকাল শঙ্কিত দীনহীন—
    'জাগো প্রিয়া জাগো' ডাকিতেছে চুপে চুপে।
সে ডাকে বিশ্ব কাঁপিয়া উঠেছে মাগো—
জাগো শঙ্করী, অন্নপূর্ণা জাগো।

পুতুলের বিয়ে

নির্জ্জীবকুমারের বিবাহ,
        কল্যাণী অচেতনা কন্যা,
তোমরা ও মৃদু মৃদু কি গাহ—
        আন আন আনন্দ-বন্যা!
হুলুরব কর আজি সকলে,
বিয়ে হ'ল নকলে ও নকলে;
কেহ আসিল না কারো দখলে—
        কেহ নয় বিপণির পণ্য—
অচেতনা নির্জ্জীবে বিবাহ—
        আন আন আনন্দ-বন্যা।

নাই বা হইল শুভ দৃষ্টি,
নাই বা কাঁপিল সুখ-পর্শে,
জীবজগতের যাহা সৃষ্টি—
ক্রন্দন-হাসি ব্যথা-হর্ষে
তারা অচেতন নাই জানিল ;
ফুলশর ফুলবান হানিল,
জড়েরে জড়ের পাশে টানিল—
জড় বাঁধে জড়তার ঘর সে ;
না হল প্রাণের শুভদৃষ্টি,
ওরা খুশী প্রাণহীন হর্ষে।

প্রাণ-স্পন্দনে মোরা চঞ্চল,
চঞ্চল ছুটি প্রাণ-গর্ব্বে,
নাহি জানি প্রাণ যবে হীনবল
কি যে আছে মৃত্যুর গর্ভে !
জীবনে চপল খেলা খেলিয়া,
আমরা রয়েছি বাহু মেলিয়া—
হয়তো একদা সব ফেলিয়া
যোগ দিব জড়তার পর্ব্বে।
হুলু দাও, কর কর উৎসব,
যতখন আছি প্রাণ-গর্ব্বে।

এস এস অচেতনা বালিকা,
নির্জ্জীবে লহ তুলি' বক্ষে,
বিনিময় কর ফুল-মালিকা—
দেখ ওরে অপলক চক্ষে।
বাহিরে যা দেখ তার বাহিরে,
হৃদয় বলিয়া কিছু নাহিরে ;
মিথ্যা ভিতর পানে চাহিরে—
ভুলিও না জড়তার লক্ষ্যে।
যা দেখ তাহার চেয়ে বেশী যে
নাই নাই জীবিতেরও বক্ষে !

বাঁচিতে চেয়োনা কভু জীবনে,
নির্জ্জীব, নির্জ্জীব থাকিয়া—
কি হবে ছিন্ন বাস সীবনে—
সত্যেরে মিথ্যায় ঢাকিয়া !
মানুষের দেখাদেখি চলিতে
জীবনে অনেক হবে ছলিতে,
বহু আশা পায়ে পায়ে দলিতে
বহু লাঞ্ছনা গায়ে মাখিয়া ;
নাই বা চলিলে জীব-জগতে
পূত জড়তারে প্রাণে ঢাকিয়া !

অচেতনা নির্জ্জীবে বিবাহ,
জীবিত আমরা হই মত্ত,
মিলনের আনন্দ কে চাহ,
আন ফুলশয্যার তত্ত্ব!
আশিস্ করিয়া বর-কন্যায়,
ডুব দাও আনন্দ-বন্যায়;
জীবজীবনের যত অন্যায়
যত কিছু মিথ্যা ও সত্য—
একটি দিনের তরে ভুলিয়া
হও সবে উৎসবে মত্ত।

হরগৌরী

হিমে ঢাকা হিমালয়-চূড়ে,
উমা দেখে জলের মুকুরে
নিজরূপ সঙ্গোপনে,
ভাবে আপনার মনে,
কোথায় কৈলাস কত দূরে!

একাকিনী পর্ব্বত-দুহিতা
নাহি সঙ্গী নাহি তার মিতা—

জননীর কাছে যায়,
মেনকা ফিরিয়া চায়—
কিছু না শুধায় লাজভীতা।

বলে না, তপস্যা আমি করি,
কৈলাসে হইব মহেশ্বরী।
বলে না, মা, এ নিখিল
কেন দেখি নীলে নীল,
চিতাভস্মে ধরণী সুন্দরী।

চেয়ে চেয়ে দেখে গিরিবালা
ভেসে আসে ধুতুরার মালা ;
তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী
কাহার ললাটে পশি'
বক্ষে তার জ্বালে অগ্নি-জ্বালা।

নির্ঝরিণী বহি' কলতানে
জটায় গঙ্গার স্মৃতি আনে ;
কেঁপে ওঠে চরাচর,
খসে পড়ে বাঘাম্বর,
উমা মনে লাজ নাহি মানে !

চাহিয়া রজত-গিরি চূড়ে
কদম্বের মত দেহ স্ফুরে ;
তুষার সে নহে, হায়,
তুষার গলিয়া যায়—
বিহ্বল মদন মরে পুড়ে !

আকাশে বিষাণ শুধু বাজে,
সে বুঝি তাহারই বক্ষ মাঝে !
শোনে বৃষখুরধ্বনি,
ফুঁসিছে জটার ফণী,
পথপানে চায় উমা লাজে।

কৈলাসে মহেশ নত আঁখি,
গজাজিনে বসেন একাকী—
সহসা ভাঙিল ধ্যান,
একি কোনো অকল্যাণ
মধুরে কে যেন গেল ডাকি'।

এস, এস, এস মহেশ্বর,
যেনরে ডাকিল চরাচর—

কানে বলে গেল কে এ,
আমি আছি পথ চেয়ে,
হে শিব, ললাটে রাখ কর।

নয়ন মেলিয়া ত্রিনয়ন,
দেখে অপরূপ আয়োজন—
কৈলাসে উৎসব-বেশ,
কাহার মাথার কেশ,
মেঘ নয়, মেঘের বরণ।

লজ্জা মানি' উঠিল মহেশ,
যোগীবেশ তবু বরবেশ—
পার্ব্বতীর বাম আঁখি
কাঁপি' উঠে থাকি থাকি,
কাঁপে বক্ষ, কাঁপে উরুদেশ।

* * *

মদন বাঁচিয়া রতি-কোলে
বিস্মিত বিহ্বল আঁখি খোলে—
বলে, মোর পরাজয়ে
শিব এল হিমালয়ে,
ভোলানাথ বুঝি সব ভোলে!

রেণু

অতিক্রমি' যুগান্তের পথ
জীবনের রথ
এতদিনে থামিল কি ? চক্র গতিহীন।
কত রাত্রি দিন
যে মোরে আনিল বহি' ঘর্ঘরিত রবে—
অরণ্য কান্তার ভেদি' আপনার বিপুল গৌরবে
জন্ম হতে জন্মান্তর পার—
সহসা কি তার
বিবশ বিকল অঙ্গ, অকস্মাৎ পথে গেল থেমে ?
মৃত্তিকায় নেমে
চকিতে চাহিয়া দেখি, কাঁপিতেছে রথ,
বিপুল মূর্চ্ছনাহত বীণাতন্ত্রীবৎ।
পুলকে বিস্ময়ে চাই হইয়া ব্যাকুল,
মনের কি ভুল—
একেলা পথের প্রান্তে বাজাইছে বেণু—
রেণু।

কহিনু ডাকিয়া তারে, হে কুমারী বালা,
নির্জ্জন প্রান্তর ভূমি, এ-পথ নিরালা,
এস তুমি মোর রথে।

এক সাথে যাত্রা করি সঙ্গীহীন পথে।
হাসিয়া থামায়ে বাঁশী, বিস্ময়ে সে কহে,
নহে নহে নহে,
আমি আসিয়াছি এই সরোবরে ঘট ভরিবারে,
রৌদ্র হ'ল খরতর ফিরিতে হইবে এইবারে,
পান্থ তুমি করো না মিনতি!—
এত বলি' চলে বালা অলসিত গতি,
চাহিল না ফিরে।

মধ্যাহ্নের খররৌদ্র সরোবর-নীরে
বিছায় রূপালি মায়া, অরণ্য গভীরে
পত্রছায়ে গুপ্ত রহি' কুহুস্বরে ডাকে সঙ্গিনীরে
সঙ্গীহীন পাখী।
ঊর্দ্ধ নীলাকাশে থাকি' থাকি'
ক্লান্ত-পক্ষ চিলের চীৎকার—
আমারি বক্ষের হাহাকার
শ্রান্ত দেহ ভেঙে পড়ে, বসে থাকি রথের ছায়ায়,
বেলা বেড়ে যায়।

সায়াহ্ন তপন
স্বর্ণমায়া করিয়া বপন
ধীরে ধীরে যায় অস্তাচলে;

দীঘির চঞ্চল কালো জলে
কাঁপিল সাঁঝের তারা। উড়াইয়া ধূলি
ফিরিল গ্রামের পথে হাম্বারব তুলি'
গোষ্ঠ হতে ক্লান্ত ধেনু।
পথপ্রান্তে অন্ধকারে রহিলাম বসি'
আকাশে উদিল শশী—
আসিল না রেণু।

রাত্রি হ'ল অন্ধকার।
অশান্ত কম্পনে বায়ু বৃক্ষপত্রে তোলে হাহাকার,
দূরে গ্রাম-শ্মশানের কুক্কুর শৃগাল
করিছে চীৎকার—যেন বৃদ্ধ মহাকাল
আতঙ্কে রয়েছে স্তব্ধ; আমি একা বসি'
দেখিলাম ধীরে ধীরে অস্তে গেল শশী।

পূর্ব্বাশার প্রান্ত ভাগে
আরক্তিম আলোক ইঙ্গিত ধীরে জাগে—
পাখীকণ্ঠে অস্ফুট কাকলী,
নিদ্রাভঙ্গে তন্দ্রাহত মৌনী বনস্থলী
দিবসের দিতেছে আভাস।

শ্যাম দুর্ব্বাঘাস
ম্লান হল শিশিরের আসন্ন বিরহে।
দিবসের সমারোহে
ভুলিতেছে এ নিখিল নিশীথের বিদায় বেদনা!
কি ভাবিয়া ছিনু আনমনা,
চকিতে দেখিনু চাহি'
শিশিরার্দ্র মেঠো পথ বাহি'
উষার উদয় সম আসিতেছে রেণু।
সবিস্ময়ে রহিনু চাহিয়া—
আমারে দেখিল বালা দুটি আঁখি দিয়া।
কহিল সে মৃদুভাষে, হে পথিক ফিরে এনু,
আমি হব সাথী তব, অজানা এ পথ
প্রতীক্ষিছে রথ—
তোমা লাগি' তাই ফিরে এনু,
আমি রেণু।

স্বপ্ন-জাগরণ

নিঃশব্দ, নিঝুম, স্তব্ধ মধ্য যামিনীতে—
নিদ্রা হতে কেন জানি সহসা জাগিনু ;
শয্যা 'পরে বসিলাম উঠি'—আঁখি মেলি'
স্তিমিত আলোকে স্বপ্নসম দেখিলাম,
প্রিয়া মোর গভীর-সুষুপ্তিমগ্ন, আশা
ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ বক্ষ তার ;—মৃদু
হাসি ওষ্ঠ-প্রান্তে—যামিনীর উচ্ছলিত
আনন্দের শেষ। এলায়িত বাহুদুটি ;
আলুথালু কেশ ;—স্রস্তচ্যুত গাত্র-বাস ;
সরম-সঙ্কোচ যত মুদ্রিত মুদিত
নয়ন-পল্লব-প্রান্তে ; নগ্ন ক্ষুদ্র তার
চরণ দুখানি অলক্তরঞ্জিত, শুভ্র
শয্যা সরোবর 'পরে—কমলের মত।
বাহুমূলে স্তব্ধ কত কঙ্কণ-কিঙ্কিণী ;
অতি মৃদু বহে শ্বাস, বক্ষ মৃদু-মৃদু
ওঠে কাঁপি,—গভীর আশ্বাস-ভরে যেন।

দেখিলাম চাহি' ক্ষীণ-দীপালোকে যেন
স্বপ্ন রচিবারে চায় ক্ষুদ্র শুভ্র মোর
সেই গৃহটি ঘেরিয়া।

ধীরে মনে হ'ল—
স্বপনের মাঝে কে যেন দিয়েছে ডাক
প্রিয়াপাশে সুপ্তি-মগ্ন মোরে—অতি দূর—
দূরান্তর হতে। যেন তারে চিনি, যেন
তারে চিনি না কো! স্বপনের মাঝে আসি'
আমারে কহিল ডাকি', "আয় ওরে আয়!"
নিদ্রাভঙ্গে, স্বপ্নভঙ্গে সকলি মিলায়—
মূর্ত্তি তার মনে নাহি জাগে; পরিচিত
ডাক শুধু শোনা যায়—"আয় ওরে আয়!"
আমারে করিয়া গেল উদাস ব্যাকুল।
প্রেয়সীর মুখপানে চাহি' মনে হ'ল
সে যেন অপরিচিতা মোর: যে বন্ধনে
বদ্ধ ছিনু, দেখিলাম বন্ধন সে নহে!
যেন আমি যেতে পারি; সব মিথ্যা, মোহ
সবি; ওই প্রিয়া, এই গৃহ, এ শ্যামল
ধরা—অন্ধকারে সকলি মগন, মিথ্যা
স্বপ্নজাল সৃজন করিছে যেন ক্ষুদ্র
এই আমারে ঘিরিয়া। দেখিলাম চাহি'
বাতায়ন-পথে, ঘন-ঘটাচ্ছন্ন স্তব্ধ
নিশীথ-আকাশ; সত্য বলি' মনে
হ'ল ওই দূর, ওই দূর অজানার
ডাক।

কে তুমি ডাকিলে মোরে ? কোথা যাব
আমি ? কেমনে কাটিব আমি এই স্বপ্ন-
জাল ? গাঢ় করি' দাও অন্ধকার ; সব
ছেড়ে চলে যাই। আমারে দেখাও তুমি
পথ। স্বপ্ন ভুলি' মোহ ভুলি' যাই আমি
চলি—দূর অজানিত কোন্ পরিচিত
পুরে।—

ঘনাইল অন্ধকার গাঢ়তর
মেঘে। সচকিত হইল দামিনী, কৃষ্ণ
বক্ষ আকাশের চিরিয়া চিরিয়া ; ক্ষণে
ক্ষণে গভীর গর্জ্জনে গরজি' উঠিল
মেঘ। প্রিয়া মোর উঠিল কাঁপিয়া ; ভীত
ত্রস্ত আঁখি মেলি' চাহিয়া আমার মুখ
পানে ; মৃদু হাসি' গভীর আশ্বাসে মোরে
জড়াইল বাহুপাশে।

পলকে মিলায়
জাগ্রত স্বপন মোর। মনে হ'ল সত্য
প্রিয়া ; সুন্দর জগৎ। দূর গেল অতি
দূরে সরি'। যত্নে প্রেয়সীর ওষ্ঠ-প্রান্তে
করিনু চুম্বন, বাহুপাশ দৃঢ় হ'ল
তার।

সহসা বাতাসে দীপশিখা নিবে
গেল। স্বপ্ন হ'ল সবি। সত্য শুধু আমি.
আর চির পরিচিত প্রেয়সী আমার!

স্মরণ

আকাশে ছিল মেঘ, নদীর জলে ছিল ঢেউ,
সঙ্গী ছিল যারা তারা তো জানে নাকো কেউ—
দুজনে ছিনু মোরা, মোদের মাঝে ছিল কি যে!

বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি, ঝাউয়ের ভিজে শাখা দোলে,
বাঁধানো তটে জল আঘাতে কলতান তোলে;
অদূরে ম্লান রবি নদীর জলে যায় ডুবে—

তাহারি রঙ লাগে পূবের নীলকালো মেঘে।
ঝিমায় সবে যেন, দুজন মোরা রই জেগে,
জাগিয়া রহে আর ঝাউয়ের শাখে ঝড়ো হাওয়া।

একেলা শুনিলাম তোমার গাওয়া সেই গান,
যে-গান চোখে চোখে আনিয়া দিল সন্ধান—
তোমার মন কবে কাহার গলে দিল মালা।

মানুষ করে ভিড়, নিরালা তবু চারিদিক,
তোমার মুখপানে খানিক চেয়ে অনিমিখ,
কেন যে অকারণ নয়ন ভরে এল জলে !

যা মূক মুখে তব, বুকের তলে সেই বাণী
উঠিল গুমরিয়া তবু না হ'ল জানাজানি,
সবার মাঝখানে তোমারে না নিলাম বুকে।

ফিরিয়া এনু ঘরে অসহ সুখে কাটে রাতি ;
তিমির যত গাঢ় তত যে অচপল বাতি—
দিবস যত যায় তোমারে তত পাই কাছে।

তোমার বুকে মোর জেনেছি আছে ঠাঁই পাতা,
বেসুর দুটি প্রাণ সেদিন সুরে হ'ল গাঁথা,
বসিয়া আছি কবে সে সুর গানে হবে গাওয়া।

তুমি

তোমারে লয়ে করিব আমি কি যে,
ভাবিয়া তাহা আজো না পাই দিশা,
মরীচিকা—মৃগ সে দেখে নিজে,
মরুতে বারি রচে যে তারি তৃষা।
কামনা মম ধরেছে রূপ, তোমার রূপ মাঝে,
বাঁশী কি তাই, চকিতে তার রন্ধ্রে সুর বাজে ?

তোমারে আমি কোথায় দিব ঠাঁই,
রাখিব কাছে কি তব পরিচয়ে,
আগুনে জানি ঢাকিতে পারে ছাই,
রবি আড়াল মলিন মেঘোদয়ে।
পরশমণি গোপনে রয় খনির অন্ধকারে,
আঁধার মাটি পড়ে না ফাটি অসহ সুখভারে।

তোমারে আমি কহিব কোন্ কথা,
মনের ভাষা মুখেতে নাহি ফোটে,
বুঝিয়া নিজে শিশুর ব্যাকুলতা,
মা তার ভাষা কুড়ায়ে লয় ঠোঁটে।
বাসনা হয়ে আমার ভাষা মরিয়া যায় লাজে,
কথায় সেথা কি কাজ, সুর আপনি যেথা বাজে !

তোমারে আমি শোনাব কোন্ গান,
তোমার গান রচিব কোন্ সুরে,
দুকূল ভেঙে ছোটে যখন বান,
নদীর তট সরিয়া যায় দূরে।
আমার গান ভাঙিয়া যায় বিপুল স্রোতোবেগে,
তটের বুকে আবার গান উঠিবে নাকি জেগে ?

জাগরণী

তুমি বলিয়াছ, তোমার মনের ক্ষুধা
আজো জাগে নাই আমারে কেন্দ্র করি'।
অসহ আবেগে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাঙে সুধা
মরু বালুতটে তিলে তিলে যায় মরি'।
তব বালুতলে বহে কি ফল্গুধারা,
তরঙ্গ মোর তাই নাহি পায় সাড়া ?
উন্মাদ ঢেউ ওঠে পড়ে দ্বিধাহারা,
গুমরিয়া কাঁদে চির দিবাবিভাবরী।
তুমি বলিয়াছ, তোমার মনের ক্ষুধা
আজো জাগে নাই, আমারে কেন্দ্র করি'

মরুপথে আমি চলেছিনু উদাসীন,
শুষ্ক স্রোতের শীর্ণ রেখাটি টানি' ;
ভেবেছিনু মনে শেষ হয়ে এল দিন—
মূক হয়ে এল মনের মুখর বাণী।
তিমির বনানী উদার অন্ধকারে
ঢাকিবে আমার দুঃসহ দুখভারে—
হেনকালে তুমি সুগোপন পদচারে
সহসা সমুখে দাঁড়ালে বনের রাণী।
মরুপথে আমি চলেছিনু উদাসীন,
শুষ্ক স্রোতের শীর্ণ রেখাটি টানি'।

দিনের রৌদ্র স্তিমিত পত্রছায়ে
আপনি আড়াল, ঘুঘু যেন দিল ডাক ;
শ্রাবণ-গহনে যেন ঝঞ্ঝার বায়ে
ঘন কালো মেঘে উঁকি দিল বৈশাখ।
শ্যাম তৃণদলে ছুঁয়ে যায় রবিকর,
শাখা-অবকাশে হাসিছে দ্বিপ্রহর,
মায়া-গোধূলীর এ নহে আড়ম্বর,
নির্ব্বাক নহে, বাণী মোর হতবাক।
দিনের রৌদ্র স্তিমিত পত্রছায়ে
আপনি আড়াল, ঘুঘু যেন দিল ডাক।

বিস্ময় মানি' চাহিলাম আঁখি তুলে,
ফুলিয়া ফাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ ;
মরুবুকে যেন তরঙ্গ ওঠে দুলে,
দুইকূল ভেঙে ছোটে জীবনের বান।
তুমি গান গাহ বনের আড়ালে বসি',
আমার আকাশে পড়ে না উল্কা খসি'—
এ যে খররবি, নহে দ্বাদশীর শশী,
তরুণ দিবস, নহে দিবা অবসান।
বিস্ময় মানি' চাহিলাম আঁখি তুলে,
ফুলিয়া ফাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ।

প্রথম আবেগে দুটি তব হাত ধরি',
নিবে আসা প্রেম নিবেদন করিলাম ;
কোন্ অতীতের কোন্ পরিচয় স্মরি',
সহজ প্রণামে দিলে কি প্রেমের দাম ?
বলিলে, "আমার থাকো প্রণম্য তুমি—"
ছলছল জল, সুগভীর বনভূমি,
দুর্ম্মদ স্রোত, তটেরে চলে না চুমি'—
খরবেগে তার পূর্ণ মনস্কাম।
প্রথম আবেগে দুটি তব হাত ধরি',
নিবে আসা প্রেম নিবেদন করিলাম।

তখন বুঝিনি, আজো না বুঝিতে পারি,
কি ছিল তোমার মনের অন্তরালে ;
আকাশের মেঘ ঢালে অকারণ বারি—
আমি বাঁধা পড়ি আপনার মায়াজালে।
তোমারে সৃজিয়া তোমারেই ভালবাসি—
ভক্তিসাগর পার হয়ে প্রেমে ভাসি,
আপনার মনে রচিয়া কান্না হাসি,
প্রেমের তিলক পরাই তোমার ভালে।
তখন বুঝিনি, আজো না বুঝিতে পারি,
কি ছিল তোমার মনের অন্তরালে।

ক্ষুধা তব আজো জাগেনি আমারে ঘিরি'—
কবে তা জাগিবে, আমিও জাগিয়া রব ;
দখিন পবন বহে যাবে ধীরি ধীরি—
মোরে একদিন মানিবে কি অভিনব।
মরু-বালুতটে শ্যামল তৃণের দল—
তারে ছুঁয়ে ছুঁয়ে জল ব'বে কল কল,
তোমারে ছলিবে আমার মনের ছল—
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কানে স্তবের বচন কব।
ক্ষুধা তব আজো জাগেনি আমারে ঘিরি',
কবে তা জাগিবে, আমিও জাগিয়া রব।

প্রেয়সী, আজিকে তোমার প্রণামখানি,
লইনু প্রেমের প্রথম স্মরণরূপে ;
আমার মনের কাটুক সকল গ্লানি,
তোমার নতির পূত মঙ্গল-ধূপে।
শুভ জাগরণে যাক স্বপ্নের জ্বালা,
দেহবেদী তলে থাকুক কুসুমডালা,
জানি একদিন তুমিই গাঁথিবে মালা—
পরিব একদা সেই মালা চুপে চুপে।
প্রেয়সী, আজিকে তোমার প্রণামখানি
লইনু প্রেমের প্রথম স্মরণরূপে।

ভ্রান্তি

তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই,
মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে কাঁপিছে প্রান্তর বায়ু,
মরীচিকা তাই।
শুষ্ক ধূলি-পত্র পথে ঘূর্ণাবেগে ধরে ফণা
আকাশ পাণ্ডুর,
নেহারি আপন চোখে সেথা শ্যাম সুগম্ভীর
নীরদ মেদুর।

বসিয়া বনানীছায়ে তাপদগ্ধ ধরণীরে
ছায়াচ্ছন্ন ভাবি—
বর্ষণ কামনা কর। আমি নিঃস্ব রিক্ত হায়—
শ্মশান-বৈরাগী।
আশ্রয়-কুটীর হেরি তীক্ষ্ণ তীব্র রৌদ্রে বসি'
ভয়ে শিহরাই—
তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই।

তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই—
দেখিয়াছ অগ্নিকণা ক্ষণে ক্ষণে হানে দীপ্তি,
দেখ নাই ছাই!
আমার নয়নে তুমি ভুল ক'রে দেখিয়াছ
স্বপ্ন-মদালস—
চির-পথিকের ক্লান্তি, সে নহে স্বপন, সখী—
দেহ যে বিবশ!
স্বপনে পরশ লভি' বাহির হয়েছি পথে,
পথিক বিহ্বল—
হয়তো মনের ভুলে কখনো হয়েছে আঁখি
ঈষৎ সজল;

হয়ত চকিতে কভু নয়নের জল মুছে
পিছু ফিরে চাই—
তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই।

তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই ;
জননীর স্নেহাঞ্চল গাঢ় হয়, মন তত
বলে, যাই যাই।
আমি যাব, বাহুবন্ধ হইলে নিষ্ফল, সখী,
ব্যর্থ অভিমান,
জীবন-বীণায় মম কাঁপিতেছে তীব্রস্বরে
মৃত্যু-তন্ত্রীখান।
সে স্বর শোনেনি কেহ শুনেছে আমারই মন,
হয়েছি ব্যাকুল।
অজানা সাগর মাঝে তত ভেসে যেতে চাই
যত দেখি কূল—
ব্যবধান তত বাড়ে তোমারে বক্ষেতে মোর
যতখানি পাই—
তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই।

তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই—
পথিকজীবনে সখী, সবই মিথ্যা, সত্য শুধু
পথ চলাটাই!
প্রান্তরে বকুল-ছায়া সত্য নয়, নহে সত্য
মেঘের গর্জ্জন—
আঁধারে বিদ্যুৎ-বিভা তাও ক্ষণিকের সখী,
পথ চিরন্তন।
মরুভূমে আঁধি নামে আঁধারিয়া চারিদিক
আঁধি যায় সরি’,
বালুপথ চিরদিন ধূ ধূ করে, চলে পান্থ—
তারই রেখা ধরি’।
প্রেমের প্রদীপশিখা যত অচপল হোক—
সে তো আলেয়াই—
তুমি ভুল করিয়াছ সখী,
আমি ভুলি নাই।

দিনের শেষে

প্রেমের তপস্যা করি, দূর করি অতীতের গ্লানি,
যত ডুবি নিরাশায় হে প্রিয়ে, তোমারে তত মানি।
যত দ্বন্দ্ব মনে জাগে তত গাঢ় অনুরাগে
তোমারে আঁকড়ি' ধরে মন মোর স্বপন-সন্ধানী।
মুঠিতলে গলে-পড়া জলে জাগে অন্তহীন আশা,
ছুটে চলা অন্ধকারে ফুটে ওঠে অধরের ভাষা,
তুমি যত রচ বাধা তত মোর বাড়ে ভালবাসা।

নদীর অশান্ত হাওয়া খেলে যায় ঝাউয়ের শাখায়,
গোধূলির খেলা শেষ নীড়ে ফেরা পাখীর পাখায়,
ক্ষণিক রঙের মায়া তারপর কালো ছায়া
ধূলিতলে নিষ্পেষিত পড়ে' থাকি কালের চাকায়।
পড়ে' থাকি তবু হর্ষে শিহরিয়া করি অনুভব—
রথচক্র নেমিতলে জর্জ্জরিত আমার বৈভব,
ঊর্দ্ধে কাঁদে ঝাউশাখা পদতলে জলকলরব ;

দেখেছি দিনের শেষে তবুও তো চিনেছি সহজে,
অতীতের ছিন্নসূত্র ছোট দুটি নয়নে বহ যে :

প্রসারিত বাহুপাশে হর্ষোচ্ছল কলভাষে
পরিচিত পথিকেরে বুকে তব ডাকিয়া লহ যে।
নিজেরে ঢালিয়া দিতে তুমি তুলে লহ মোর দান,
তোমারে নিকটে পেয়ে স্বপনের করি যে সন্ধান,
স্বপনের পরপারে প্রাণেরে খুঁজিয়া ফেরে প্রাণ।

এ সন্ধানে নিরন্তর বিরহ মিলনে দ্বন্দ্ব চলে,
রবিশশী ডুবে যায়, আকাশে নক্ষত্র শুধু জ্বলে :
ম্লান ছায়াপথ ধরি' ভাসে দুজনার তরী,
কভু মুখে হাসি জাগে, কভু চোখ ভরে আসে জলে।
অনন্ত তপস্যা মোর, অনন্ত তোমার পরিচয়,
তারি মাঝখানে সদা আমাদের ব্যাকুল সংশয়,
যত কাছে পাই মোর তত জাগে হারাবার ভয়।

নিদালি

বলিয়া যাও, বিদায় নেবার আগে
মনের ক্ষুধা জেগেছে তব কি না—
চাহ কি আজ সহজ অনুরাগে
হইতে মোর কঠিন কণ্ঠলীনা !
অনেক তারা পড়েছে খসি' আকাশ পট হতে,
অনেক কুটা ভাসিয়া গেছে আবিল জলস্রোতে,
তুষাররাশি জমিল আসি' অনেক পর্ব্বতে,
বাজিল আর ছিঁড়িল কত বীণা।
শুধাই তবু, বিদায় নেবার আগে
মনের ক্ষুধা জেগেছে তব কি না।

আকাশ আজি হয়েছে গাঢ় নীল,
অলস বায়ু উড়ায় লঘু মেঘে,
তীক্ষ্নস্বরে ডাকিয়া ওড়ে চিল,
তটিনী তার হারাল গতিবেগে।
প্রাবৃট সম প্রেমেতে গাঢ় তোমারে ছিনু ঘিরি',
শরতে আজ সে ঘন মেঘে কে দিল ছিঁড়ি ছিঁড়ি ;

বৃষ্টিধারা ঝরেও যদি সে ঝরে ঝিরি ঝিরি—
ঢাকা যা ছিল উঠিল তাহা জেগে ;
কালো আকাশ আজিকে গাঢ় নীল,
অলস বায়ু উড়ায় লঘু মেঘে।

ভাবিয়াছিনু, গাহিলে যেই গান
মিলায়ে কভু যাবে না দিগন্তরে,
পাষাণ-ভারে কাঁপিছে যদি প্রাণ—
পাষাণ কভু ওড়ে না বায়ুভরে।
মিলিত ছায়া পড়েছে যদি জাহ্নবীর জলে,
মিলিয়া রবে সকল বাধা সকল কোলাহলে,
সরিতেছিল যে চোরাবালি পায়ের তলে তলে
মনেও তাহা পড়েনি ক্ষণতরে !
ভেবেছিলাম, গেয়েছ যেই গান
মিলায়ে কভু যাবে না দিগন্তরে !

প্রবল প্রেম ছিল বাঁধন মম,
গভীর প্রেম—বাঁধন গেছে খুলে ;
ঝড়ের মুখে ক্ষুদ্র তরী সম,
কিছুতে যেন আসিতে নারে কূলে !

দিক ভুলিয়া ছুটিয়াছিল অসীম পারাবারে,
থামিতে ঝড়, দাঁড়ের টানে এল ঘাটের ধারে,
কখন সেথা হয়েছে জ্বালা প্রদীপ সারে সারে,
বাঁধা সে তরী তটের বটমূলে !
আবেগে যাহা ছিল বাঁধন মম,
থামিতে বেগ, বাঁধন গেল খুলে !

ভালবাসিয়া আসনি কভু কাছে,
আসিয়াছিলে আপন প্রয়োজনে,
তুষার সে কি গলেছে রূঢ় আঁচে,
শঙ্কা কি গো জেগেছে মনে মনে ?
লীলার ভরে খেলিতে গিয়ে রঙীন ছেলেখেলা,
যাহারা ছিল প্রিয় তাদের কর কি আজ হেলা ?
সহজে আজ কাটিতে নাহি চাহে অলস বেলা,
খুঁজিতে চাও হারানো পুরাতনে !
ভালবাসিয়া আসনি যদি কাছে,
ফিরিয়া কেন আস না প্রয়োজনে !

পাহাড়-পথে সন্ধ্যা একদিন,
সহসা দিশা হারাল সাবধানী,
পেয়েছ যাহা তাহারে ভেবে ঋণ,
অঋণী হতে আসনি তুমি জানি।

সেদিন আমি পাষাণ-বুকে দেখেছি জলধারা,
দেখেছ তুমি চাঁদ আমি দেখেছি শুকতারা,
দেখেছি তব আয়ত চোখ চকিতে জ্যোতিহারা—
কণ্ঠ তব কাঁপিয়া ভোলে বাণী!
পাহাড়-পথে সন্ধ্যা একদিন,
সহসা দিশা হারাল সাবধানী!

আজিকে বল, ম্লান বিদায় খনে,
আমারে আমি করেছি প্রতারণা?
বাদল-সাঁঝে বসিয়া নিরজনে,
ভাবিয়া মোরে হবে না আনমনা!
জীবন ভোর ছোট ও-বুকে সহিলে যত জ্বালা,
গলে কি মোর পরাতে সাধ গাঁথিয়া তার মালা,
শেষ করিয়া পুন কি সুরু করিতে চাহ পালা,
নূতন ক'রে করিবে সুরু গণা?
আজিকে বল, ম্লান বিদায় খনে,
আমারে আমি করেছি প্রতারণা?

প্রেয়সী, আজ বলিয়া যাও মোরে,
নূতন সুর লেগেছে তব গানে—
এ যাওয়া তব ছিঁড়িতে মায়াডোরে?
ভাসিল তরী বিপরীতের টানে!

তটেরে খুঁজি' মাঝগাঙেতে দুলিবে ভয়ে তরী,
বাসনা যত প্রবল তত যাইবে সরি' সরি'—
কাটিবে যত দিবস, যত কাটিবে বিভাবরী
কান্না তত জমিবে আসি' প্রাণে,
প্রেয়সী, আজ বলিয়া যাও মোরে,
নূতন সুর লেগেছে তব গানে।

নির্ঝরিণী

শেষে এনু শিলং পাহাড়ে—
দীর্ঘদেহ পাইনেরা সারি সারি রচে যেথা বন,
মেঘ আর কুয়াসায় নীল নভে আঁকে আলিম্পন,
আঁধার অরণ্য-পথে খুঁজিতে খুঁজিতে অকারণ
চমকিনু দেখিয়া কাহারে।

ভেবেছি প্রথম পরিচয়ে,
তপোমগ্ন মহেশের আসিয়াছি গম্ভীর কৈলাসে;
মাটি করে থমথম আকাশে বিদ্যুৎ শুধু হাসে,
নাহি চপলতা, শুধু গৌরীরে শঙ্কর ভালবাসে
আর সবে রহে ভয়ে ভয়ে।

সহসা বনের মাঝে শুনি—
উপলকঠিন পথে তোমার নৃত্যের ধোঁয়াধার,
খিল খিল কলহাসি ; কাটিল মনের অন্ধকার।
পাহাড়ের বুক চিরে সে তোমার গতি দুর্ণিবার,
সে তব সুরের সুরধুনী !

শিলঙের পাইনের বনে,
উৎসমুখে উৎসারিয়া ছুটে যায় প্রাণ-নির্ঝরিণী,
একদা ভাবিব মনে আমি এরে চিনি কি না চিনি,
এই কলহাসি আর এ চঞ্চল নূপুর-শিঞ্জিনী
ডুবে যাবে রাত্রির স্বপনে।

তবুও স্মরিব এই দিন,
অন্ধকার বনপথে জানি, নাই হাসির নির্ঝর—
তোমারি আনন্দগীতি তোমারি উল্লাস কলস্বর
কাটাবে মনের মেঘ, হবে মোর গতির নির্ভর,
হবে নাকো বিস্মৃতিবিলীন।

নিয়তি

আমরা দুজনে মিলেছি জীবনে কত বড় বিস্ময়,
ভেবেছ কি কভু, হয় ত মোদের হইত না পরিচয়!
তুমি এক পথে, আমি চলিতাম আন পথ ধরি প্রিয়া,
বসে' ভাবি আর ক্ষণে ক্ষণে উঠি বিস্ময়ে চমকিয়া।
আমরা যে হেথা মিলেছি দুজনে, এক হ'ল দেহ মন,
দুজনে বসিয়া মুখামুখি করি' অকারণ আলাপন,
প্রভাতে দুপুরে, সন্ধ্যাতিমিরে, নিশীথ রাত্রিবেলা,
আর কিছু নহে, লীলা দেবতার, অদৃষ্টেরি খেলা!

তুমি কহ, মোরা জন্মেছি শুধু মিলিতে পরস্পরে,
হ'বেও বা—তবু ভাবি পাশা যদি পড়িত আর এক ঘরে!
এদিক ওদিক হ'ত এতটুকু, তুমি কোথা আমি কোথা,
আমি কারে ভালবাসিতাম, তুমি হইতে অন্যব্রতা।
সহজ বলিয়া মানিছ জলের মতন পরিষ্কার,
এত সোজা নয়, আলোকের পিছে দেখনি অন্ধকার।
জান না, বিপুল কত মহাকাল পৃথ্বী বিশাল কত,
পরিতাম ঝরি' দুখানে দুজনে শুষ্ক ফুলের মত।

তুমি কি জেনেছ সংসারপথে কত কণ্টক আছে,
ওহে সাহসিকা, অভিসারে তব তমসা কি ব্যাপিয়াছে?
কৌতুকময়ী প্রকৃতি দুজনে টানিয়াছে পলে পলে,
পুরুষে নারীতে ঘটায়েছে মিল অদৃশ্য মায়াবলে।
এ মায়া চকিতে পারিত মিলাতে, ছিঁড়িতে পারিত ডোর,
রোগ শোক জরা, রমা প্রকৃতির কত তাণ্ডব ঘোর
ঘিরিছে মানুষে, যদি বা চকিতে মিলিত পরশ তার,
তুমি বা কোথায় আমি বা কোথায়, বিচ্ছেদ-পারাবার!

তোমাতে আমাতে মিলন প্রেয়সী, ঝুলিতেছি দুইজনে
শুধু নিয়তির সূক্ষ্ম ও লঘু সূত্রের বন্ধনে।
একটি দৃষ্টি, একটি প্রদীপ, লজ্জার আভা ক্ষীণ
না থাকিত যদি, ছিঁড়িত সূত্র, তুমি আমি চিরদিন
অচেনা থাকিয়া কাটাতাম কাল এইকূলে ঐকূলে—
নিয়তি কি নহে? ভ্রমর কি জানে বসিবে সে কোন ফুলে?
সব চেয়ে যাহা জাগিছে মরমে বলিতে সাহস নাই,
কাছে এস কহি কানে, যদি তব ছিঁড়িত জীবনটাই!

ছবি

যৌবনে তুমি এসেছ বক্ষে ওগো যৌবনময়ী,
কৈশোর তব কাটিল কেমনে তাই ভেবে বসে রই।
ছিল না আমার ঠাঁই—
মুগ্ধা কিশোরী কৈশোর তার কাটাল কি একেলাই?
দীর্ঘ দিনের বেদনা দুঃখ হাসি উল্লাস সুখ
ক্ষণেকের তরে দেখেনিকো কেউ? সকলে ছিল বিমুখ'
তোমার স্মৃতির দুয়ারে যাহারা অর্ঘ্য বহিয়া আনে
আজ ব'সে ভাবি যৌবন-প্রিয়া, আমি তার কোন্ খানে
তরঙ্গাঘাত মূক তট-বুকে, মৃদু বীচিবিক্ষোভ,
বিজন শয়নে স্বপনের মায়া, জীবনের প্রতি লোভ,
ভবিষ্যতের মোহ—
তিলে তিলে জাগা দেহ-বীথিকায় যৌবন-সমারোহ;
আসিলে পূর্ণ হয়ে,
প্রতিমা কখন গড়া হয়ে গেল শূন্য এ দেবালয়ে!
বল বল প্রিয়া, বল আর বার, বহুবার শুনিয়াছি,
দীর্ঘ জীবন-যাত্রায় তব কে এসেছে কাছাকাছি!
তোমার আঁখির পল্লব পিছে জমাট অন্ধকারে
গোপন কিছু কি রেখেছ লুকায়ে ও অতল পারাবারে?

বালিকা-কালের ছবিখানি তব দেখি আর বসে ভাবি
মিথ্যা এ ছবি, স্বরূপে একদা হঠাৎ এসেছ নাবি।
চিনি না এ মুখখানি—
অনিবিড় কেশ, ক্ষীণ গ্রীবা, ছবি মিথ্যা বলিয়া মানি।
এমনি করিয়া ফিতা দিয়া তুমি বাঁধিতে কি কেশপাশ ?
কে শিখাল বল এমন করিয়া জড়াইতে দেহ বাস ?
এমনি ছিলে কি প্রিয়া—
এঁরা কে ? ঘিরিয়া থাকিত তোমারে আত্মীয় আত্মীয়া।
কচি হাত ধ'রে কহিত তোমারে, 'দেখ দেখ ওই চেয়ে'—
আনন্দ মোর নিয়েছে কাড়িয়া কোন্ অধিকার পেয়ে ?
তারা দেখায়েছে তুষার-শৈল, সীমাহীন বারিরাশি
প্রথমে তোমারে—মোর বুকে তুমি আস নাই উপবাসী।
তারা শিখায়েছে ভাষা,
আমি নহি, তারা জাগাল চিত্তে অন্তবিহীন আশা।
দিয়াছে প্রথম এই ধরণীর বিচিত্র পরিচয়,
স্বচ্ছ আকাশ সবুজ বনানী দেখাল কে ? আমি নয়।
যেখানে যা কিছু আছিল মাধুরী রূপে রসে এ ধরায়
ভাবি বসে আর নিস্ফল ক্ষোভে চোখে জল উথলায়।
ওগো যৌবন-প্রিয়া,
তুমি আসিয়াছ বহু বিলম্বে সব মধু আহরিয়া।
আজ করিতেছি একেলা বসিয়া সে ক্ষতির পরিমাণ,
যা গিয়াছে তার মূল্য কষিয়া হইতেছি ম্রিয়মাণ।

যাদের চিহ্ন জীবন তোমার করেছে কলঙ্কিত
তারা বুঝি ওই, তাই ছবি দেখি বিমুখ হতেছে চিত।
দূর করো ছবি ঘুচায়ো না সখী, শুধু মিথ্যার মায়া ;
যেটকু পেয়েছি সেটুকুতে আর ফেলো না স্মৃতির ছায়া।

পরশ-মণি

তোমারে কভু দেখিনি আঁখি মেলে,
দেখেছি পথে, ফেলিয়া পথে গিয়াছি অবহেলে ;
নিকটে দূরে আঁখিতে আঁখি রাখি,
কহেছি কথা, অনেক কথা, করেছি ডাকাডাকি
দাঁড়ায়ে পাশে সহজ ভাবে, আয়াসহীন সুরে।
কখনো কাছে পড়েছে মনে, কখনো গেছি দূরে ;
এসেছি গেছি শতেক কাজে, এসেছি গেছি ফেলে,
চমক কভু হানোনি প্রাণে, কালো নয়ন মেলে।

দেখিয়াছিনু যেটুকু দেখা যায়,
কপোলটুকু আঁচলটুকু ডাকেনি ইসারায়।
চোখের মাঝে দেখিনি চোখ তুলে,
গভীর মায়া, অতল মায়া ওঠেনি সেথা দুলে।

চুলের রাশি চোখের হাসি বুকের গভীরতা
ছিল কি নাহি আছিল কভু ভাবিনি তার কথা,
তটের বুকে ওঠে যে গান মৃদু জলের ঘায়,
শুনিনি তাহা, দেখেছি শুধু যেটুকু দেখা যায়।

ভাবিনি কভু ভুলাবে মোর মন,
চোখেতে তব ঠোঁটেতে তব এত যে আয়োজন !
আমারি করে কোমল দুটি কর,
কহিবে কথা কনেক কথা কাঁপিবে থর থর !
আমারি বুকে গভীর সুখে রাখিয়া মাথাখানি,
সরমে ঢলি' কহিবে ধীরে প্রেমের মৃদুবাণী,
আমারি পানে চাহিয়া লাজে মুদিবে দুনয়ন,
ভাবিনি আগে একদা তুমি ভুলাবে মোর মন !

জীবন-পথে তোমারে নিল ডাকি,
আরেক জনে, চিনি সে জনে, সে ডাকে ছিল ফাঁকি।
পারিল না সে তোমারে রাখিবারে,
চলিতে পথে আমার পথে মিলিলে একেবারে।
আমারি লাগি রজনী জাগি' কঠিন পথ চলি,
নিজেরে তুমি কঠোর হাতে আসিলে শুধু দলি'।
ভাঙন শুধু করিলে সার, ভরিলে জলে আঁখি,
তাহারি সাথে চলিলে দুখে যে নিল তোমা ডাকি !

ভাবিয়াছিলে ছিঁড়িবে আপনারে,
ভাঙার সুখে ভাঙিবে সুখে দুখী জীবনটারে,
ভাবিয়াছিলে শাণিত ছুরি হানি'
বিলাস ভরে লীলার ভরে রাঙাবে হিয়াখানি,
এ অভিনব সাধন তব সফল হ'ল না যে,
একদা কবে তোমার গান বাজিল হিয়া মাঝে।
চমকি উঠি পাগল পারা ছুটিনু তব দ্বারে,
যেখানে তুমি বসিয়াছিলে মেলিয়া আপনারে।

মেলিয়া বাহু তোমারে ধরি' বুকে,
আঁখিতে আঁখি দুজোড়া আঁখি মুদিল ভয়-সুখে।
কপোল দুটি দুটি কপোল চুমে,
লাজের ঘোরে ঘুমের ঘোরে মিলিল গাঢ় ঘুমে।
স্বপন মাঝে শিহরি' লাজে মিলিল দুটি হিয়া,
সাথী তোমার যে ছিল সাথে সে রহে থমকিয়া।
অসীম পথে যাত্রা করি নিবিড় সুখে দুখে,
একই সে রঙ দুই নয়নে, একই সে ঢেউ বুকে।

ফুল ফুটিল ভাঙনধরা কূলে,
রঙ যে আবার গন্ধ আবার লাগিল কালো চুলে।
রুদ্ধ স্বর টুটিয়া ফুটে গান,
অবাধ সুখে চলার সুখে ভাসিল তরীখান।

স্বপন মম বিহগ সম মেলিয়া পাখা উড়ে,
পারে না যেতে অসীম নভে পড়িল বাঁধা সুরে।
সাগর-জল চাহিয়া চাঁদে হঠাৎ ওঠে ছুলে,
শ্মশান-ভূমি কুসুম-ফুলে হাসিল নদীকূলে।

বিজয়ী আমি, নহে এ পরাজয়!
বাড়ুক বেলা, পড়ুক বেলা, করি না আর ভয়।
নামে নামুক ম্লান গোধূলি-বেলা,
দিনের পরে গগন 'পরে বসে রঙের মেলা।
গাহিবে গান, কাঁপিবে প্রাণ প্রদীপশিখা সম,
নিবিবে জানি, রশ্মি-শেষ তবুও মনোরম।
মিলনখানি মালার মত দোলে ভুবনময়,
আমার ঠোঁটে মিলালে ঠোঁট, মধুর পরাজয়!

বর্ষার চিঠি

একটি ত্রুটি করিয়া কত নিমেষ চলি যায়,
গোপনে মম অধীর হিয়া আশার শ্বাস ছাড়ে ;
তোমার সাথে মিলনক্ষণ ঘনায়ে আসে হায়,
গুমরি তবু বাদল-সাঁঝে বিরহ ব্যথা-ভারে !

অতীত কথা জাগিছে মনে, হরষে ভরে বুক,
বিরহ-স্মৃতি তাহারি মাঝে অসহ দুখ-ভার ;
বেদনা-জলে সরস প্রিয়া, বিরস তব মুখ
নয়ন আগে ছবির মত জাগিছে বারেবার ।

যামিনী বৃথা কাটিয়া যায় মানিনী কোথা মোর,
কলহ প্রীতি কোথারে হায়, আদর অভিমান,
সাদরে কার অধর-সুধা পানেতে রহি ভোর,
পলক-পাতে বাদল নিশা নিমেষে অবসান !

আধেক ধরা পড়ে না কেহ বারেক পথ ভুলে,
ভুলের মোহে বৃথা রে আমি শয়ন 'পরে জাগি ।
ব্যাধের পানে চাহে না মৃগী করুণ আঁখি তুলে,
ছাড়িয়া দিলে উতলা হয় বাহুর পাশ মাগি' ।

স্মরণে আসে রজনী ভোরে অধীর জাগরণ,
শয়ন ত্যজি' ব্যাকুল লাজে দিনের কাজে ধাওয়া,
কাজের মাঝে খসিয়া গেলে ঘোমটা-আবরণ,
আয়ত আঁখি চকিতে তুলে সরম-চোখে চাওয়া।

সাঁঝের আগে স্নানের শেষে বিলাস-বাস পরি',
যতনে রচি কবরীখানি সিঁদুর-রেখা ভালে,
বেদনা-সুখে কাঁপিছে হিয়া বিগত নিশি স্মরি,'
মিলনক্ষণ চপল চোখে কামনা-শিখা জ্বালে।

মিলন-ভীতা শিথিল তবু সকল দেহখানি,
অধীর তনু বসন-বাঁধা মানিতে নাহি চায়,
কাঁকণ হাতে বিমরি কাঁদি' করিছে কানাকানি,
আকুল হিয়া শয়ন পাশে চরণ নাহি যায়।

সরম ভরে বেপথুমতী দাঁড়ায়ে দ্বার পাশে,
আঁখির কোণে ফুটিয়া ওঠে মিলন-রস-ব্যথা,
ধরিতে বাহু মদির আঁখি ঢাকিল নিজবাসে,
অধীর বুকে লতায়ে পড়ে শিথিল তনুলতা।

সকল বাধা টুটিল ধীরে পাষাণ গলি' যায়,
আপন-ভোলা পাগল ঝোরা অঝোর ধারে ঝরে,

ভুলিল লাজ, হৃদয়ে প্রেম-মদিরা উথলায়,
বিভোল ভুলে সরমে অতি সরম-সখী মরে।

আষাঢ়-নিশি ঘনায়ে আসে গগনে মেঘঘটা,
আঁধার মাঝে তারকা যত হয়েছে কোথা হারা,
ক্ষণেক রহি ঝলকি ওঠে বিজলী-জ্যোতি-ছটা,
গরজি ওঠে বিপুল মেঘ, নামিল জলধারা।

বসিয়া আছি একেলা আমি জানালাখানি খুলে,
বাদল-ধারে ভাবনা-ধারা নিবিড় হয়ে ওঠে,
প্রকৃতি অভিসারিকা আজি এলান মেঘ-চুলে,
বিজলী যবে চমকে মম নয়ন আগে ফোটে!

বিরহ-তাপে তাপিত বুকে লাগিছে জলকণা,
জলের ধারা তুলিছে সাড়া সারাটি দেহে মম,
মাটির বাসে দূরের আশে হতেছি আনমনা,
আঁধারে ঘন ছবিটি তব জাগিছে প্রিয়তম।

তুমিও সখী, জানালা-ধারে নয়নে ঘুম নাহি,
বাদল-নিশি বিরহ-দুখে করেছে দিশাহারা,
ব্যাকুল বুকে পাষাণ-ভার কাজল মেঘে চাহি'
পরশ মম চাহিয়া, হাতে ধরিছ জলধারা।

উতলা বায়ু এলানো চুল বাহিরে লয়ে যায়,
ভিজিয়া গেল নিচোল-বাস তাপিত দেহ তবু ;
আঁধারে শুনি বাতাসে তব দীরঘ-শ্বাস হায়,
হৃদয় তব মেঘের ডাকে গুমরে শুনি কভু।

ধরণী ঘোর ঘুমেতে ভোর নিশীথ হ'ল রাতি,
মিলন মাগি' জাগিয়া শুধু বিরহী বিরহিণী ;
বিরহী-চোখে তারকাহীন রজনী জ্বালে বাতি,
বিরহ-শ্বাসে তাপিত বুঝি আর্দ্র নিশীথিনী !

মিছা রে আজ বাদল-নিশি, মিছা এ জলধার,
নয়নে মোর সকলি মিছা কিছু না ভালো লাগে ;
মিলন-দিন করেতে গণি ফিরিয়া বারে বার,
স্বপন সম মিলন-রাতি নয়নে মম জাগে।

কামনা কত ঘুরিয়া ফেরে শিথিল মন মাঝে,
প্রেয়সী তুমি ঘুমাও, আমি শয়ন 'পরে জাগি—
সুদূর আজ রহুক দূরে তাহারে মানি না যে,
স্বপন মাঝে মিলিব সখী স্বপন শুধু মাগি'।

সজল বায়ু নিবিড় মেঘ গভীর গরজন,
চমকে চল-বিজুলী অতি নিবিড় আঁধিয়ারে,

সকল ছেয়ে পরশ তব ছেয়েছে মোর মন,
নিমীল হ'ল আঁখির পাতা বিরহ-ব্যথা-ভারে।

নয়নে মম হৃদয়ে মম কোথাও কিছু নাহি,
কেবল তুমি প্রেয়সী মোর আমারে আছ ঘেরি',
বাদল-কালো রজনী দোঁহে মিলন-সুখে বাহি,
বিরহ-দিনে স্বপন দেখি মিলন-দিবসেরি।

বর্ষা-বিরহ

প্রেয়সী, আজিকে আকাশ ব্যাপিয়া ওই
মাতাল-মেঘের উড়িতেছে এলো-চুল,
দূর দিগন্তে মেঘ মাটি একাকার—
অসীম শূন্যে নাহি সীমা নাহি কূল।
রহিয়া রহিয়া বহিছে সজল বায়,
নিবিড় কালিমা মোর বাতায়ন ছায়,
অবিরল ধারে কভু ঝরে জলধার—
করিছে চিত্ত বেদনায় বিয়াকুল;
বাদল-বাতাসে তোমারে ভাবিয়া প্রিয়া
ক্ষণে ক্ষণে মোর ঘটিছে মনের ভুল!

বিজলী-চমক চমকিয়া যায় মেঘে
ঘন গর্জ্জনে শূন্য শিহরি' উঠে,
আমি ভাবি হায় ত্রাসে কেঁপে উঠে, প্রিয়া,
লতাইবে কার অধীর বক্ষপুটে?
সন্ধ্যা-আঁধার ধীরে ঘনাইয়া আসে,
খোলা বাতায়ন—কেহ নাই মোর পাশে;
জলের ধারার ছন্দ পশিছে কানে,
ক্ষ্যাপা হাওয়া বনে শন্‌শন্‌ করি' ছুটে;
আমি ভাবি হায় সিক্ত মাটির বাস,
ঝড়ের ঝাপট কার সাথে লব লুটে?

ঝরিতেছে জল, রজনী অন্ধকার—
বিজলী-আলোক চমক হানিয়া যায়,
গুরুগুরু মেঘ গুমরি' গরজি উঠে—
ভিজিল বসন উতল সিক্ত বায়।
নিখিল বিশ্ব লুকালো আঁধার মাঝে,
মিলন-দিনের স্মুখ বুকে নাহি বাজে,
তুমি আর আমি ছুজনে বসিয়া যবে
গৃহকোণে ধরা রচনা করেছি হায়,
হৃদয় আজিকে উছসি' উঠে না স্মুখে
নিশীথ-রাতের উতরোল বরষায়!

সেথাও কি আজি গগন আঁধার করি'
অবিরল ধারে বাদল নেমেছে প্রিয়া,
সেথাও কি তুমি বাতায়নে আছ বসি'—
মেঘগর্জ্জনে গুরুগুরু তব হিয়া ?
বাদল-রজনী একেলা রয়েছ জাগি',
কামনা তোমার ফিরিছে আমার লাগি',
বিদ্যুৎ যবে আঁধার চিরিয়া যায়—
আশ্রয় মাগি' উঠিছ কি শিহরিয়া ?
ফিরিছ কি মোরে আঁধার শূন্যে খুঁজি'
সজল চোখের উদাস চাহনি নিয়া ?

বিরহ-দিবসে বরষা রজনী যত
এমনি করিয়া কাটিবে কি হাহাকারে,
শতেক যুগের বিরহীকুলের ব্যথা
ঘিরিছে আমায় নিশীথ-অন্ধকারে।
এ যে সীমাহীন দুস্তর পারাবার—
এপারে ওপারে নাহি খেয়া পারাপার,
জলে পড়ে জল, করে ছল ছল আঁখি,
দূর খেয়াঘাটে দৃষ্টি চলে না হা রে—
মিলন খুঁজিয়া বিরহের ব্যথা মনে
বরষা-নিশীথে জাগিতেছে বারে বারে!

অকথিত

কত কথা অকথিত রহিল
হায় সখী, বিদায়ের বেলাতে—
আঁখি মোর সে বাণী কি বহিল
তব আঁখি-বারতার মেলাতে ?
চোখে জল ছুটিল না বাহিরে,
হাসি টানি' মুখপানে চাহি রে—
মনে যাহা ছিল নাহি কহিলাম,
সে ঢেউ মরিল মরু-বেলাতে !
সব কথা অকথিত রহিল
হায় সখী, বিদায়ের বেলাতে।

সে ঢেউ শুকাল মরু-বালুকায়,—
ছুঁইল না দুটি তব চরণে—
হারাল সে বাণী খর তালুকায়
কাঁটা সম ফুটে আছে স্মরণে।
ফিরিয়া তোমারি খালি কুটীরে,
মেলিয়া পিয়াসী আঁখি দুটিরে—
হেলা যারে এতকাল করিলাম
খুশী রই তারি মধু-হরণে !

সে ঢেউ শুকাল মরু-বালুকায়
ছুঁইল না তব দুটি চরণে।

খুশী রই তারি মধু আহরি'
যারা ছিল তোমারেই ঘিরিয়া—
তুমি ছিলে তাহাদের আবরি'
তোমারে যে নিয়ে গেল ছিঁড়িয়া।
ফুলহীন কাঁদে শাখা-পল্লব,
ফুল নিয়ে গেছে ফুল-বল্লভ—
মন নিয়ে গেছে কিনা দেখিলাম
ছিন্ন বক্ষখানি চিরিয়া।
খুশী রই তারই মধু আহরি'
যাহা ছিল তোমারেই ঘিরিয়া।

ছিন্ন বক্ষখানি খুঁজিতে
অকারণে জল এলো নয়নে,
যে ভাষা নারিনু আগে বুঝিতে
বসিনু তাহারি মালা চয়নে।
কবে ছিনু নিদ্রায় নিমগন,
চকিতে তোমার হ'ল আগমন—
আমি চমকিয়া শুধু চাহিলাম—
তোমারে খুঁজিনু সুখ-শয়নে!

ছিন্ন বক্ষখানি খুঁজিতে
অকারণে জল এল নয়নে।

তোমারে খুঁজিতে সুখ-শয়নে
বিফল জীবন গেল কাঁদিয়া,
খুঁজিয়া ফিরিনু মন-গহনে
আঁধারে নয়ন গেল ধাঁধিয়া।
হে উষসী, কবে তুমি আসিলে,
কবে অকারণে ভালবাসিলে—
মনখানি তব করে সঁপিলাম
তোমারে বাহুর পাশে বাঁধিয়া—
তোমারে খুঁজিতে সুখ-শয়নে
বিফল জীবন গেল কাঁদিয়া।

বিচিত্রা

মোহন মায়া মেলে তোমার এলে আমার স্বপন মাঝে,
চিনি চিনি ভাবছি ক্ষণে, ক্ষণেক ভাবি চিনি না যে!
অনেক কালের যাত্রা সখী,
আজকে সবি ভুলেছ কি?
প্রভাত বেলার সোনার আলো, গহন কালো আঁধার সাঁঝে,
মনের মাঝে তোমায় হেরি, বাহিরে সখা চিনিই না যে।

উপল পথে কখনো গতি, ছুটেছি কভু মরু বুকে—
কভু বা ঘন বনের মাঝে—মৃত্যু পারের অন্ধকূপে;
কভু বা আলো, কভু বা ছায়া,
রচেছ তুমি মধুর মায়া—
অবশ করে গন্ধ শুধু—না জানি কোন্ গন্ধধূপে—
নিশাস শুধু লেগেছে গায়ে গভীর কালো অন্ধকূপে।

বাধা কখন ঘুচিবে সখী, আঁধার কবে হইবে আলো—
প্রদীপ আলোয় দেখব কবে কে তুমি এই প্রদীপ জ্বালো!
চিন্‌ব কবে, বুঝব কবে,
কে এল এই মহোৎসবে,
কায়ার পরশ পাইব তাহার স্বপন-মায়া যে বুলালো,
যাহার আলোর আভাস প্রাতে, রাতের প্রদীপ সেই কি জ্বালো!

বর্ষায়

তোমারে স্মরণ করি।
একদা একান্ত মনে ভেবেছিনু তুমি একা আমার ঈশ্বরী,
হয়তো দণ্ডেক মাত্র, হয়তো বা মাস বর্ষ ধরি'।

তোমারে স্মরণ করি।
বাহিরে প্রবল বন্যা, আকাশ ভাঙিয়া পড়ে বুঝি,
মুহুর্মুহু বজ্রালোকে কি ফিরিছে খুঁজি'
আকাশের দেবতারা ধরণীর কর্দ্দম ধূলায়।
শঙ্কিত প্রহর যাপে কম্পিত কুলায়
যে পাখী বেঁধেছে বাসা।
হায়রে দুরাশা—
যে পাখী হারাল নীড় এই ঘন বর্ষণের মাঝে
সে ভাবিছে—কোথায় বিরাজে
একদা মনের কোণে যে আমারে দিয়েছে আশ্রয়—
হয়তো বর্ষেক মাত্র, হয়তো দণ্ডেক মাত্র নয়।

আকাশের বারিধারা ভাঙিয়া পড়িছে সারা গায়,
ব্যাকুল বিদ্যুৎ চমকায়;
সিক্ত পক্ষ, সিক্ত দেহ, সিক্ত ক্লান্ত মন
আপন অন্তর মাঝে আপনি করিছে আয়োজন—

সেথা আজি আসন তোমার—
যে মোর আশ্রয় ছিল বর্ষকাল, অথবা দণ্ডেক স্থিতি যার।

হেন ছিল ঘন ঘটা, হ'ল বহুদিন,
খর রৌদ্রে বিস্মৃতি-বিলীন!
তুমি আমি দুই জনে মেঘাচ্ছন্ন সে এক সন্ধ্যায়—
নদীজলে কালো ছায়া দিগন্তে তপন ডুবে যায়;
হুহু করে ঝাউশাখা, নৌকা সব তীরতরুবাঁধা,
ছল ছল করে জল, তটের বাঁধনে তার কাঁদা,
সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে চলিয়াছে বিশ্রাম-বিহীন।

আমি কহিলাম, দেখ, শেষ হ'ল দিন,
রাত্রির তরল কালো নামিতেছে হইয়া নিবিড়,
আকাশে দৈত্যের মত মেঘেরা করিয়া এল ভিড়,
যেতে হবে বহুদূর।

যেন কেটে গেল সুর,
স্কন্ধে তুলে দুই বাহু, বুকে টানি' মোর মাথাখানি,
কহিলে কাতর ভাষে, জানি, ওগো জানি—
তবু একটুকু থাকো, নামুক আঁধার,
দেখনা কাঁদিছে ঝাউ, কাঁদে চারিধার,
ঘন কালো অন্ধকারে ধরা কাঁদে বিরহ-শঙ্কায়,

অব্যক্ত ক্রন্দন-ধ্বনি জলে স্থলে যেন শোনা যায়,
তুমি আরো কাছে এস, তুমি আরো ভালবাস মোরে—

কি প্রচণ্ড গতিবেগে ঘোরে
কালের কুটিল চক্র—তুমি চলে গেলে দূরে—
গৃহহীন শঙ্কাহীন দ্বিধাহীন বেড়াইনু ঘুরে
সংসার স্রোতের তীরে আবর্ত্ত গণিয়া একমনে,
কভু মরু-বালুকায়, কভু ছায়া-ঢাকা বনে বনে
ঘুরিলাম আপন বিকারে,
তোমারে ফেলিয়া দূর বিস্মৃতির পারে।
আজিকে সহসা,
একটি দিনের স্মৃতি একটি বরষা—
একটি পরশ,
সঙ্গ-সুধারস।